পাক্ষিক

আহমদী

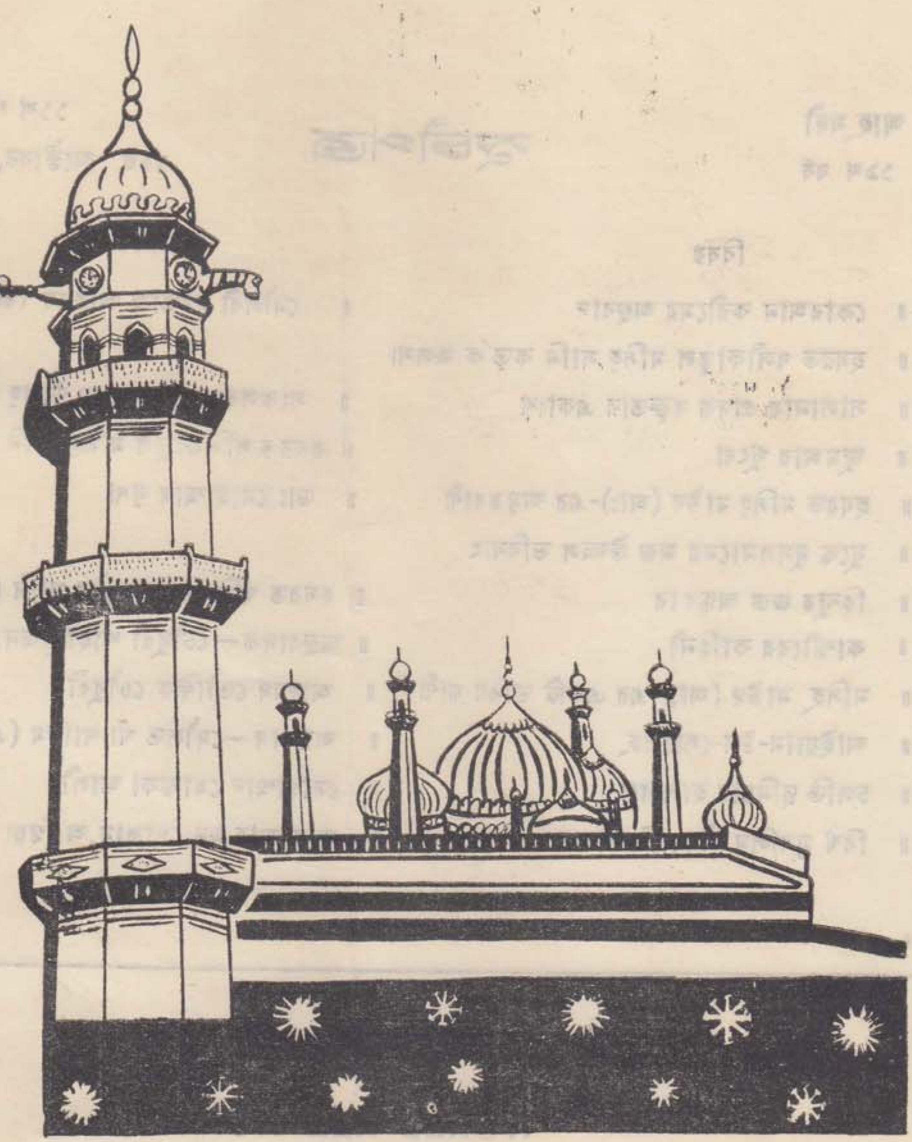

সম্পাদক :—এ. এইচ. মুহাম্মদ আলী আন্ওয়ার।

বার্ষিক চাঁদা	১১শ সংখ্যা	বার্ষিক চাঁদা
পাক-ভারত—৫ টাকা	১৫ই অক্টোবর, ১৯৬৫	অন্যান্য দেশে ১২ শি:

আহ্মদী
১৯শ বর্ষ

১১শ সংখ্যা
১৫ই অক্টোবর, ১৯৬৫ ইসাব্দ।

সূচীপত্র

বিষয়	লেখক	পৃষ্ঠা
কোরআন করীমের অনুবাদ	মৌলবী মুমতাজ আহমদ (রহঃ)	২৩৩
হযরত খলীফাতুল মসিহ্ সানি কর্তৃক জলসা সালানায় প্রদত্ত বক্তৃতার একাংশ	সংকলক :—আহসান উল্লাহ্ সিকদার	২৩৪
জুমআর খুৎবা	হযরত খলিফাতুল মসিহ্ সানি (আইঃ)	২৩৫
হযরত মসিহ্ মাউদ (আঃ)-এর অমৃতবাণী	ডাঃ মোহাম্মাদ মুসা	২৪১
যুদ্ধে মুসলমানের জন্য উজ্জল ভবিষ্যৎ হিন্দুর জন্য অন্ধকার	হযরত খলিফাতুল মসিহ্ সানি (আইঃ)	২৪২
কাশ্মীরের কাহিনী	অনুবাদক—চৌধুরী শাহাবুদ্দিন আহ্মদ	২৪৩
মসিহ্ মাউদ (আঃ)-এর একটি ভবিষ্দ্বাণী	আহ্মদ তৌফিক চৌধুরী	২৪৮
আইয়্যাম-উস-সোলেহ্	অনুবাদ—দৌলত খাঁ খাদিম (এডঃ)	২৪৯
চলতি দুনিয়ার হালচাল	মোহাম্মাদ মোস্তফা আলী	২৫৪
বিশ্ব মুসলিম ঐক্য জিন্দাবাদ	আবু আহ্মদ গোলাম আম্বিয়া	২৫৫

For

COMPARATIVE STUDY
OF
WORLD RELIGIONS
Best Monthly
THE REVIEW OF RELIGIONS
Published from
RABWAH (West Pakistan)

بِسۡمِ اللّٰہِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِیۡمِ

نحمده و نصلی علی رسوله الکریم

و علی عبده المسیح الموعود

পাক্ষিক

আহ্‌মদী

নব পর্যায় : ১৯শ বর্ষ : ১৫ই অক্টোবর : ১৯৬৫ সন : ১১শ সংখ্যা

॥ কোরআন করীমের অনুবাদ ॥

মৌলবী মুমতাজ আহ্‌মদ সাহেব (রহঃ)

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

সূরাহ্‌ আ'রাফ

৭ম রুকু

৫৫ ॥ নিশ্চয় তোমাদের প্রতিপালক আল্লাহ্‌, যিনি আকাশ মণ্ডল এবং পৃথিবী ছয়টি কালে সৃষ্টি করিয়াছেন। তৎপর তিনি আরশের উপর সুপ্রতিষ্ঠিত হইলেন। তিনি রাত্রির দ্বারা আবৃত করেন দিনকে, যাহা উহার পশ্চাদ্ধাবন করে তৎপরতার সহিত এবং তিনিই সূর্য, চন্দ্র এবং নক্ষত্ররাজিকে তাঁহারই আদেশানুযায়ী (মানব) সেবায় নিয়োজিত করিয়া সৃষ্টি করিয়াছেন। স্মরণ রাখিও একমাত্র তাঁহারই সৃজন ও আদেশ। সর্ব জগতের প্রতিপালক আল্লাহ্‌ মঙ্গলময়।

৫৬॥ তোমরা তোমাদের প্রভুর নিকট দোয়া কর বিনয়ের সহিত এবং নিরবে। বস্তুতঃ তিনি সীমা লঙ্ঘনকারীদিগকে ভালবাসেন না।

৫৭॥ তোমরা পৃথিবীতে উহার সংস্কার সাধিত হওয়ার পর বিপর্যয়ের সৃষ্টি করিও না এবং ভয় ও আশা সহকারে তাঁহাকে ডাক। নিশ্চয়ই আল্লার অনুগ্রহ সৎকর্মশীলদের সন্নিকট।

৫৮॥ এবং তিনিই (আল্লাহ্) যিনি তাঁহার দয়া বর্ষণের পূর্বে সুসংবাদবাহী বায়ুরাশি প্রবাহিত করেন, এমন কি যখন উহারা ভারিমেঘ বহন করে, আমরা উহা কোন মৃতপ্রায় (শুষ্ক) ভূখণ্ডের দিকে পরিচালিত করি; তৎপর উহা হইতে জলধারা বর্ষণ করি; অতঃপর উহা দ্বারা সর্ববিধ ফল উৎপাদন করি। এই ভাবেই আমরা মৃতগণকে উত্থিত করি। (ইহা এইজন্য বর্ণনা করিলাম) যেন তোমরা উপদেশ লাভ করিতে পার।

৫৯॥ এবং উর্বর ভূমির ফসল তাহার প্রভুর আদেশে প্রচুর পরিমাণে উৎপন্ন হয় এবং অনুর্বর ভূমির ফসল অতি অল্প পরিমাণেই উৎপন্ন হয়। এইভাবেই আমরা প্রমাণগুলিকে বিভিন্নরূপে বর্ণনা করি, এমন লোকদের জন্য যাহারা কৃতজ্ঞ হয়।

(ক্রমশঃ)

হযরত খলীফাতুল মসিহ্ সানি কর্তৃক জলসা সালানায় প্রদত্ত বক্তৃতার একাংশ

কাশ্মীর সম্বন্ধে বন্ধুগণের খাস দোয়া দ্বারা কাজ লওয়া দরকার। ইহা মনে করিবেন না যে, আমাদের সরকার বা আমরা দুর্বল; খোদাতায়ালার অঙ্গুলী ইশারা করিতেছে এবং আমি উহা দেখিতেছি।

আজ হইতে পৌনে নয় বৎসর পূর্বে ১৯৫৬ ইং সালের ২৮শে ডিসেম্বর তারিখে রাবওয়াহ্‌তে অনুষ্ঠিত বিশ্ব আহ্‌মদীয়া কনফারেন্সে বক্তৃতা প্রদান কালে কাশ্মীর সমস্যা সম্বন্ধে বিবৃতি প্রসঙ্গে হযরত খলীফাতুল মসিহ্ সানি (আইঃ) বলেন :—

"আমি আমার জামাতকে প্রথমে ইহা বলিতে চাই যে, আজ যখন দোয়া করা হইবে তখন আপনারা কাশ্মীর সম্বন্ধেও দোয়া করিবেন। দ্বিতীয়তঃ আমি আপনাদিগকে এই সান্তনাও দিতে চাই যে, আল্লাহ্‌তায়ালার সাজ-সরঞ্জাম বিচিত্র হইয়া থাকে।……এমন সাজ-সরঞ্জাম পয়দা হইতেছে যাহাতে উত্তর এবং পূর্বদিক হইতে হিন্দুস্থানের উপর ভয়ানক বিপদ উপস্থিত হইবে। উহা এরূপ বিপদ যে শক্তি সামর্থ থাকা সত্ত্বেও হিন্দুস্থান উহার মোকাবেলা করিতে পারিবে না। রাশিয়ার সহানুভূতিও যাইতে থাকিবে।……

খোদাতায়ালার অঙ্গুলী ইশারা করিতেছে এবং আমি উহা দেখিতেছি। আল্লাহ্‌তায়ালা এমন সামান পয়দা করিবেন যে, রাশিয়া এবং উহার বন্ধু হিন্দুস্থান হইতে পৃথক হইয়া যাইবে। এবং আল্লাহ্‌তায়ালা এমন সামান পয়দা করিবেন, যার ফলে আমেরিকা অনুভব করিবে যে, যদি আমরা শীঘ্র পদক্ষেপ না করি, তবে আমাদের পদক্ষেপ না করার দরুন রাশিয়া এবং তদীয় বন্ধু উহার মধ্যে অনুপ্রবেশ করিবে। সুতরাং নিরাশ হইবেন না। খোদাতায়ালার উপর ভরসা রাখুন। আল্লাহ্‌তায়ালা অল্প

কালের মধ্যেই এইরূপ সাজ-সরঞ্জাম সৃষ্টি করিবেন। ভাবিয়া দেখুন, ইহুদীগণ তেরশত বৎসর অপেক্ষা করিবার পর ফেলিস্তিনে প্রত্যাবর্তন করিয়াছে কিন্তু আপনাদিগকে তেরশত বৎসর অপেক্ষা করিতে হইবে না। সম্ভবতঃ তের বৎসরও করিতে হইবে না। সম্ভবতঃ দশ বৎসরও করিতে হইবে না, এবং আল্লাহ্-তায়ালা আপনাদিগকে আপন বরকতের নমুনা প্রদর্শন করিবেন।"

"আল-ফজল—১৫ই মার্চ, ১৯৫৭ ইং এবং ২৯শে এপ্রিল, ১৯৫৯ইং।"

সংকলক : আহসান উল্লাহ্ সিকদার

জুমআর খুৎবা

। হযরত খলিফাতুল মসিহ্ সানি (আইঃ)।

আল্লাহ্তায়ালার হুজুরে পতিত হও, এবং তাঁহারই নিকট সাহায্য প্রার্থনা কর। ইহাই আমাদের কৃতকার্যতা ও উন্নতির প্রকৃত উপায়।

খোদা-ই-জামাত যদি অধিক পরিমানে জিক্‌রে এলাহী করে, তবে ইহার ফলে আল্লাহ্তালার ফেরেশতা আকাশ হইতে অবতরন করিয়া তাহাদের সাহায্য করেন।

তাশাহ্‌হুদ, তাউজ ও সুরা ফাতেহা পাঠের পর হুজুর (আইঃ) কোরআন করীমের আয়েত, "ইয়া আইওহাল্লাযীনা আমানু ইযা লাকীতুম ফেয়াতান্ ফাছ্‌বুতু ওয়ায্‌কুরুল্লাহা কাসীরাল্লাআল্লাকুম তুফলেহুন ;"

("সুরা আন্‌ফাল, ষষ্ঠ রুকু।" পাঠ করেন) অতঃপর বলেন :—

যেহেতু ইসলামের প্রত্যেকটি বিষয় খোদাতায়ালার সহিত সম্পর্ক যুক্ত এবং ইহার উদ্দেশ্য মানবজাতিকে সঠিক পথ প্রদর্শন করা, এবং মানব জাতিকে এমন রাস্তায় পরিচালিত করা যাহা সর্বদিক দিয়া উপকারী এবং মঙ্গল জনক. এইজন্য ইহা কোন কোন সময় এমন শিক্ষা পেশ করে, যাহা দুনিয়ার রীতিনীতি হইতে পৃথক। দুনিয়াতে যখন সৈন্যগণ পরস্পর যুদ্ধ রত থ কে, তখন রাষ্ট্র সমূহ সেনাদলকে খুবই মদ্যপান করাইয়া থাকে; যেন মৃত্যুভয় তাহাদের অন্তর হইতে তিরোহিত হয়; কিন্তু ইসলাম শিক্ষা দেয় ইহার বিপরিত। যেমন :—কোরআন করীমে আল্লাহ্তায়ালা বলেন, "হে মোমেনগণ! তোমরা যখন শত্রুর মোকাবেলায় যুদ্ধের জন্য সারিবদ্ধ হও, তখন প্রথমতঃ তোমরা নিজেদের মধ্যে ধৈর্য পয়দা কর এবং দৃঢ়তার সহিত শত্রুর মোকাবেলায় অবিচলিত থাক। দ্বিতীয়তঃ আল্লাহ্তায়ালাকে অহঃ রহঃ স্মরণ করিতে থাক। অর্থাৎ—মৃত্যুকে আপন সামনে রাখ। মোটকথা, জাগতিক রাষ্ট্রগুলিতো মৃত্যুকে ভুলাইয়া যুদ্ধ করায়। কিন্তু ইসলাম যুদ্ধ করায় মৃত্যুকে স্মরণ করাইয়া ইহা ইসলামী শিক্ষা এবং বর্তমান জমানার কার্যপ্রণালীর মধ্যে একটি বিরাট পার্থক্য। ইসলাম মদ্যপান হারাম করিয়াছে। কিন্তু ইউরোপীয় রাষ্ট্রগুলি যুদ্ধকালে তাহাদের সেনাদলের জন্য দ্বিগুণ পরিমাণে মদ্য বরাদ্দ করিয়া থাকে, যেন সৈণ্যগণের এই অনুভূতিই না থাকে যে, তাহারা কোন্ অবস্থায় আছে। কিন্তু ইসলাম করে ইহার বিপরিত। "মদ্যপান কর" বলার পরিবর্তে ইসলাম বলে, "আল্লাহ্তায়ালাকে

স্মরণ কর।" কেননা বিজয় আল্লাহ্‌তায়ালার সাহায্যে হাসিল হইয়া থাকে। বাহ্যিক সাজ-সরঞ্জাম দ্বারা বিজয় লাভ হয় না। অতঃপর বলেন, "লা আল্লাকুম তুফ্‌লেহুন।" যদি তোমরা এরূপ কর, তবে তোমরা বিজয়ী হইবে।....

পরন্তু বদরের মাঠে যখন সাহাবা (রাজিঃ)-গণ সম্মিলিত হইয়াছিলেন এবং কাফেরগণও যুদ্ধের জন্য হাজির হইয়াছিল, তখন কাফেরদের কতিপয় লোক সর্দারগণকে পরামর্শ দিল যে, মুসলমানগণের সহিত যুদ্ধ না করিয়া সন্ধি করা উচিৎ। ইহাতে ঐ সমস্ত লোক, যাহারা সন্ধি করার বিপক্ষে ছিল, এমন এক ব্যক্তিকে উস্কানী দিতে লাগিল, যে ব্যক্তির এক ভাই কোন এক খণ্ড যুদ্ধে মুসলমানগণের হস্তে নিহত হইয়াছিল। তাহারা লোকটিকে বলিল, "তুমি এই বলিয়া চিৎকার করিতে থাক যে, আমার ভাই মুসলমানগণের হস্তে নিহত হইয়াছিল। কিন্তু আমার জাতি ইহার প্রতিশোধ লইতেছে না।" আরবে তখন দস্তর ছিল, এমতাবস্থায় ঐ ব্যক্তি চাদর খুলিয়া মাথায় রাখিত এবং ক্রন্দন করিতে থাকিত। উক্ত দস্তর মোতাবেক ঐ লোকটিও তাহার চাদর খুলিয়া মাথায় রাখিল, এবং এই বলিয়া চিৎকার করিতে লাগিল যে, হায় আমার ভাই! তোর জাতি তোকে পরিত্যাগ করিয়াছে। তারা আজ তোর প্রতিশোধ লইতে প্রস্তুত নহে। ঐ ব্যক্তির এবম্বিধ চিৎকারের ফলে কাফেরগণের মধ্যে জোশ দেখা দিল এবং প্রত্যেকেই মুসলমানগণের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিতে প্রস্তুত হইল।

মোকাবেলার ফয়সালা হইলে আবু জহল জনৈক সর্দারকে ডাকিয়া বলিল, তুমি গিয়া মুসলমানগণের সংখ্যা কিরূপ তাহা অনুমান করিয়া এস। দেখিতে তো তাহারা অল্প সংখ্যক বলিয়াই মনে হয়। তবে হইতে পারে যে, পাহাড়ের পশ্চাদভাগে কিছু লোক লুক্কায়িত থাকিতে পারে। এই সম্বন্ধে আল্লাহ্‌তায়ালা কোরআন করীমে বলিয়াছেন, "এবং ঐ সময়কে স্মরণ কর যখন তিনি যুদ্ধের সময় তোমাদের দৃষ্টিতে কাফেরগণকে দুর্বল দেখাইয়াছিলেন এবং তাহাদের দৃষ্টিতে তোমাদিগকে দুর্বল এবং অল্প সংখ্যক দেখাইয়াছিলেন।" আবু জহলের কথায় ঐ ব্যক্তি গিয়া মুসলমান সৈন্য সংখ্যার অনুমান করিয়া আসিলে কাফেরগণ জিজ্ঞাসা করিল, "বল তো তোমার রায় কি?" লোকটি বলিল, "আমার রায় তো ইহাই যে, মুসলমানগণের সহিত যুদ্ধ করা অনুচিত।" তাহারা বলিল, "তুমি এই কথা বল, মুসলমানগণের সংখ্যা কত?" লোকটি বলিল, "সংখ্যা তো তাহাদের অল্প। তিনশত, সোয়া তিনশতের মধ্যে হইবে। পাহাড়ের পেছনে তাহাদের কোন লোক নাই। আমি তাহাদের পাকশালায় গিয়াছিলাম। তিনশত সোয়া তিনশত লোকের জন্য যে পরিমাণ উষ্ট্র জবাই করা দরকার ঐ পরিমাণ উষ্ট্রই জবাই করা হইয়াছে। এইজন্য সংখ্যার দিক দিয়া তাহারা তিন এবং সোয়া তিন শতের মধ্যে। এতদ্‌সত্তেও আমার পরামর্শ ইহাই যে, আপনারা যুদ্ধ করিবেন না।" ইহাতে তাহারা বলিল, "ইহা কেমন কথা যে, সংখ্যায় তো তাহারা অল্প। অথচ যুদ্ধ করিতে ভয় পাও। ইহার অর্থ কি?" ঐ ব্যক্তি বলিল, "হে আমার জাতি! তাহারা সংখ্যায় যে অল্প ইহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু খোদার কসম। আমি যখন তাহাদিগকে দেখিতে গেলাম, তখন আমি উটের উপর মানুষ দেখিলাম না! বরং কেবল মৃত্যুই মৃত্যু দেখিতে পাইলাম, যাহা উষ্ট্রের উপর সওয়ার ছিল। অর্থাৎ তাহাদের চেহারার দ্বারা ইহাই প্রতিয়মান হইতেছিল যে, তাহাদের প্রত্যেকটি মানুষ এই জন্য তৈয়ার যে, যুদ্ধ হইলে হয় শত্রুকে নিশ্চিহ্ন করিবে, নতুবা নিজেদের প্রাণ দিবে। অতএব যুদ্ধ হইলে তাহাদের প্রত্যেকটি ব্যক্তি তোমাদের জন্য মালেকুল মউতে পরিণত হইবে।" আসলে ইহাই হইল। যুদ্ধে মক্কার বড় বড় সর্দার নিহত হইল।

আবু জহলও যুদ্ধক্ষেত্রে মারা গেল। মক্কাতে ক্রন্দনের রোল উঠিল।

মুসলমানগণের বিজয়ের কারণ ইহাই ছিল যে, তাহাদের সামনে খোদাতায়ালার এই আদেশ বিরাজমান ছিল. "যখন যুদ্ধ হয়, তখন খোদাতালাকে খুব অধিক স্মরণ কর যেন তোমরা বিজয় লাভ কর এবং শত্রুর প্রতি খোদার গযব নাযিল হয়।

রোম সম্রাটের সহিত যখন মুসলমানগণের যুদ্ধ চলিতেছিল, তখন রোমীয় সেনাপতি মুসলমান সেনা দলের অবস্থা পর্য্যবেক্ষণ করিবার জন্য এক ওয়াফ্‌দ্‌ পাঠাইল। ঐ ওয়াফদ ফিরিয়া আসিয়া বলিল, "আমরা মুসলমানগণকে দেখিয়া আসিলাম। সংখ্যায় তো তাহারা অল্প। কিন্তু আমাদের মনে হয় যে, তাহারা মানুষ নহে! বরং জিন। তাহারা দিবা কালে যুদ্ধ করে এবং রাত্রিকালে এবাদত করে। আমাদের সৈন্যদল দিনের বেলায় যুদ্ধ করে এবং রাত্রিকালে মদ্যপান এবং নৃত্য গীতে মত্ত হয়। অতঃপর আরামে নিদ্রা যায়। কিন্তু মুসলমানগণ খোদার আশ্চর্য সৃষ্টি। তাহারা সারাদিন যুদ্ধ করে এবং রাত্রিকালে জিক্‌রে এলাহী ও এবাদতে লিপ্ত থাকে। এই জন্য এমন লোকের সহিত যুদ্ধ করা আমাদের সমিচীন নহে।"

মোট কথা এই আয়েতে বলা হইয়াছে যে, খোদা ই-জামাত চিরকাল খোদার সাহায্য দ্বারা বিজয় লাভ করিয়া থাকে। তাহারা যখন খোদা-তায়ালাকে বেশী বেশী স্মরণ করিতে থাকে, তখন খোদাতায়ালা আকাশ হইতে অবতরণ করিয়া তাহা-দিগকে সাহায্য করেন। তোমরা চিন্তা করিয়া দেখ। সারা আরবের লোক সংখ্যা ছিল মাত্র এক লক্ষ আশি হাজার। কিন্তু তাঁহারা আক্রমন করিলেন রোমের ন্যায় বিশাল সাম্রাজ্যকে, যে সাম্রাজ্যের জন সংখ্যা ছিল প্রায় বিশ কোটি। অতঃপর আক্রমন করিলেন তাহারা কিসরার দেশ। তথাকার জন-সংখ্যাও ছিল বিশ হইতে ত্রিশ কোটির মধ্যে। অর্থাৎ—প্রায় পঞ্চাশ কোটি মানবের বসতিপূর্ণ দেশের সহিত মোকাবিলা হইল এমন এক জাতির, যে জাতির জন-সংখ্যা ছিল মাত্র এক লক্ষ আশি হাজার। তদুপরি, ঐ দেশগুলি এত অধিক শক্তিশালী ছিল যে, ভারতবর্ষ, চীন, তুরস্ক, আর্মেনিয়া ইত্যাদি এবং আরবের অন্যান্য দেশ, এমনকি ফেলিস্তিন এবং মিশরও তাহাদের অধীনে ছিল। কিন্তু এত অধিক শক্তি সম্পন্ন হওয়া সত্ত্বেও মুষ্টিমেয় মুসলমান বাহির হইয়া ঐ পরাক্রমশালী শক্তিগুলিকে চূর্ণ বিচূর্ণ করিয়া ফেলিলেন। মাত্র বার বৎসরের মধ্যে মুসলিম সৈন্যদল কনষ্টান্টিনোপেলের (ইস্তাম্বুলের) দেওয়ালে আঘাত হানিল। হযরত আবু আইয়ুব আনসারী (রাঃ) তখন জীবিত ছিলেন এবং ঐ যুদ্ধে তিনি অংশ গ্রহণ করিয়াছিলেন। কনষ্টান্টিনোপেলের দেওয়ালের নিকট তিনি তীরবিদ্ধ হইয়া শহীদ হইয়াছিলেন। আজিও সেখানে তাঁহার স্মৃতি চিহ্ন বিদ্যমান রহিয়াছে। এই সমস্ত বিজয়, যাহা মুসলমানগণ হাসিল করিয়াছিলেন একমাত্র জিক্‌রে এলাহীর ফলেই হইয়াছিল।

কিন্তু মুসলমানগণ যখন বিগড়াইয়া গেল এবং খোদাতায়ালাকে ছাড়িয়া দিল, তখন তাহাদের অবস্থা হইল যে, হালাকু খান বাগদাদ আক্রমণ করিলে মুসলমানগণ জনৈক বোজর্গের নিকট গিয়া বলিল, "বাগদাদ ভয়ানক বিপদের সম্মুখীন, আপনি দোয়া করুন।" উত্তরে বোজর্গ বলিলেন, "আমি রাত্রি কালে দোয়া করিব। আগামীকল্য প্রাতঃকালে আসিলে দোয়ার উত্তর বলিয়া দিব।" প্রাতঃকালে মুসলমানগণ দোয়ার উত্তর শুনিবার জন্য আসিলে বোজর্গ বলিলেন, "আমি তোমাদের জন্য দোয়া কি করিব। আমি যত বারই তোমাদের জন্য দোয়া করিতে হাত উত্তোলন করিয়াছি; ততবারই আল্লাহ-

তায়ালার ফেরেশতাগণের এই আওয়াজ আসিয়াছে 'হে কাফেরগণ! এই ফাজের মুসলমানগণকে মারিয়া ফেল। কেননা, ইহারা এখন আর মুসলমানই নহে।' এখন বল, যখন খোদা বলেন যে এই মুসলমানগণকে মার। তখন আমার দোয়া কি করিবে।"

মোটকথা, যতদিন পর্যন্ত মুসলমানদের মধ্যে জিক্‌রে এলাহী বিদ্যমান ছিল, ততদিন পর্যন্ত তাঁহাদের অল্প অল্প লোক বড় বড় রাষ্ট্র শক্তিকে পলায়নে বাধ্য করিয়াছিলেন। অতঃপর যখন তাহাদের মধ্য হইতে জিক্‌রে এলাহী উঠিয়া গেল এবং আল্লাহ্ তায়ালার আদেশ পালন করা হইতে তাহারা বিরত হইল, তখন তাহাদের এত দূর অধঃপতন ঘটিল যে, হালাকুখানের বাগদাদ আক্রমনকালে তাহার দশ দশ জন লোক দুই দুই লক্ষ আবাদী পূর্ণ স্থান আক্রমন করিলে তথাকার আবাল বৃদ্ধ বনিতা সকলই পলায়ন করিত।

হযরত রসুল করীম (সঃ)-এর জমানায় কিন্তু মুসলমানগণের অবস্থা এমন ছিল না। তাঁহারা তখন নিজেদের মধ্যে এত অধিক শক্তি অনুভব করিতেন যে, একবার যখন রোম সম্রাট দেখিল যে, তাহার সেনাদল মুসলমানগণের সহিত যুদ্ধে পরাজয়ের পর পরাজয় বরণ করিতেছে, রাষ্ট্র সংরক্ষণে যখন তাহার মনে সন্দেহ হইল তখন হামান নামক তাহার সেনাপতিকে ডাকিয়া বলিল, "হামান! তুমি তো খুবই বাহাদুর, তোমাকে আমি মুসলমানগণের মোকাবেলায় পাঠাইতেছি। যদি তুমি এই যুদ্ধে বিজয়ী হইতে পার, তবে আমি আমার কন্যার সহিত তোমার বিবাহ দিব। তদুপরী আমি আমার অর্ধেক সাম্রাজ্য তোমাকে দান করিব। এখন তোমার কাজ হইবে যে কোন উপায়ে মুসলমানগণকে পরাস্ত করা। সম্রাটের এবম্বিধ কথা শ্রবনে হামান ষাট সহস্র সৈন্যসহ রওয়ানা হইল। ঐ জমানার ষাট সহস্র বর্তমান জমানার ষাট লক্ষের সমান। তখন মুসলমান সৈন্য সংখ্যা ছিল মাত্র বার সহস্র। এত অধিক সংখ্যক সৈন্যের বিরুদ্ধে কিরূপে যুদ্ধ করিব মনে করিয়া মুসলমানগণ চিন্তিত হইলেন। প্রধান সেনাপতি হযরত আবু ওবায়দা (রাঃ) হযরত খালেদ বিন অলিদ (রাঃ)-কে ডাকিয়া বলিলেন, "আমরা আগামীকল্য এই সৈন্য দলকে আক্রমন করিতে চাই। আপনি অনুমান করুন, এই সৈন্যদলের বিরুদ্ধে আমাদের কত হাজার সৈন্য পাঠাইতে হইবে।" উত্তরে হযরত খালেদ (রাঃ) বলিলেন, "হুজুর! আপনি এ কি করিতে চান? ইহাতে তো শত্রুর সাহস বাড়িয়া যাইবে, এবং মনে করিবে যে, তাহারা খুবই শক্তিশালী। আপনি ষাট হাজারের মোকাবেলায় মাত্র ষাটজন বাহাদুর প্রেরণ করুন। আপনি আমাকে অনুমতি দিন। আমি আমার পছন্দ মত ষাটজন বাহাদুর বাছিয়া লই।" হযরত আবু ওবায়দা (রাঃ) অনুমতি দিলেন। হযরত খালেদ (রাঃ) আপন পছন্দ মত ষাট জন বাহাদুর বাছিয়া লইলেন। নির্বাচিত ষাট জন বাহাদুরকে সম্বোধন করিয়া তিনি বলিলেন, "দেখ! এখন ইসলামের জীবনের সম্পর্ক তোমাদের মৃত্যুর সহিত। তোমরা তীরের ন্যায় শত্রু ব্যূহ মধ্যে ঢুকিয়া পড়, এবং যে হস্তী পৃষ্ঠে সেনাপতি হামান উপবিষ্ট, ঐ হস্তীকে আক্রমণ করিয়া হামানকে ভূপাতিত কর। প্রধান সেনাপতি নিহত হইলে সেনাদল আপনা আপনিই রণে ভঙ্গ দিয়া পলায়ন করিবে।" তদনুযায়ী ঐ ষাটজন বাহাদুর সম্বলিত ঐ ক্ষুদ্র দলটি তীরের ন্যায় ক্ষিপ্রতার সহিত ষাট সহস্র সৈন্যের ব্যূহের মধ্যে ঢুকিয়া পড়িলেন এবং দেখিতে দেখিতে প্রধান সেনাপতি হামানের হস্তীকে আক্রমন করিয়া হস্তীসহ হামানকে ধরাশায়ী করিলেন।

ইহাতে কোন সন্দেহ নাই যে, এই ঘটনাতে বার তের জন মুসলিম যুবক যুদ্ধ ক্ষেত্রেই শহীদ হইয়াছিলেন এবং প্রায় বিশজন গুরুতররূপে আহত হইয়াছিলেন এবং যুদ্ধ শেষ হওয়া পর্যন্ত তাঁহাদের অধিকাংশ শহীদ হইয়াছিলেন, কিন্তু ইহার ফল

এই দাঁড়াইল যে, কাফেরগণ পলায়ন করিল এবং দুই শত মাইল পলায়নের পর শ্বাস লইল। এই যুদ্ধে হযরত ইকরামা (রাঃ) যিনি আবুজহলের পুত্র ছিলেন এবং হযরত ফজল, যিনি হযরত রসুল করীম (সাঃ)-এর চাচা হযরত আব্বাস (রাঃ)-এর পুত্র ছিলেন, শহীদ হইয়াছিলেন।

ইতিহাস পাঠে অবগত হওয়া যায়, যুদ্ধ শেষে জনৈক মুসলমান সৈন্য পানি-ভরা পাত্র সহ ঐ আহত সাহাবা (রাঃ)-এর নিকট গেলেন। তিনি দেখিলেন, হযরত ইকরামা (রাঃ)-র অবস্থা খুবই শোচনীয়। পিপাসার দরুন তিনি তাঁহার ওষ্ঠদ্বয় জিহ্বার ঘষিতেছেন। ঐ সিপাহী বলিয়াছেন, "আমি তাঁহার নিকট গিয়া বলিলাম, আপনি পিপাসায় খুবই কাতর। আমার নিকট পানি রহিয়াছে। আপনি ইহা পান করুন।" উত্তরে তিনি বলিলেন, "আমি তো ইসলাম গ্রহণ করিয়াছি, অনেক পরে। আমার সঙ্গেই এমন একজন মুসলমান আহতাবস্থায় কাতর, যিনি আমার বহুপূর্বে ইসলাম গ্রহণ করিয়াছেন। তাঁহাকে আগে পানি পান করাইয়া পরে আমার নিকট আসিবেন।" সিপাহী ঐ সাহাবীর নিকট গেলে তিনি বলিলেন, "আমার পার্শ্বে অমুক মোখলেস সাহাবী পিপাসায় কাতর। আমার ইহা সহ্য হইবে না যে, আমি পানি পান করিব, আর তিনি পিপাসায় কষ্ট পাইবেন। আপনি প্রথমে তাঁহাকে পানি পান করাইয়া পরে আমার নিকট আসিবেন।" অতঃপর উক্ত মোখলেস সাহাবীর নিকট পানি লইয়া পৌঁছিলে তিনি বলিলেন, "আমার পার্শ্বে হযরত ফজল (রাঃ) আহতাবস্থায় কষ্ট পাইতেছেন। তিনি হযরত রসুল করীম (সাঃ)-এর চাচাত ভাই। তিনি পান করিবার পূর্বে আমি পানি পান করিতে পারিব না।" তাঁহারা সাত জন সাহাবা (রাঃ) যুদ্ধ-ক্ষেত্রে জখম ও পিপাসায় ছটফট করিতেছিলেন। কিন্তু তাঁহাদের প্রত্যেকেই এই কথা বলিলেন যে, যতক্ষণ পর্যন্ত না আমার সাথী পানি পান করিবেন, ততক্ষণ পর্যন্ত আমি পানি পান করিতে পারিব না। ঐ সিপাহী যখন সর্বশেষ আহত ব্যক্তির নিকট পৌঁছিলেন, তখন তাঁহার প্রাণবায়ু বহির্গত হইয়া গিয়াছিল। সিপাহীটি যখন ফিরিয়া অন্যান্য সাহাবার (রাঃ) নিকট পৌঁছিলেন, তখন তাঁহাদের সকলেই শাহাদত প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। এখন তোমরা লক্ষ্য কর, ঐ যুদ্ধে তাঁহাদের মৃত্যু হইয়াছে ঠিক, কিন্তু তাঁহাদের মৃত্যুর ফলে শত শত বর্ষব্যাপি মুসলমানগণ রাজত্ব করিয়াছেন। এমন এক যুদ্ধ, যে যুদ্ধে ষাট সহস্র শত্রু সৈন্য ছিল, পনর বিশজন মুসলমান শহীদ হওয়া এমন বড় কথা নয়। ঐ পনর-বিশজন মুসলমান মৃত্যু বরণ করিয়া চারি শত বৎসর পর্যন্ত মুসলমানদের হকুমত কায়েম করিয়াছিলেন। অবশেষে হযরত আব্বাস (রাঃ)-র বংশেও রাজত্ব আসিয়াছিল এবং আব্বাসীয় হকুমত খুবই শান শওকতের হকুমত ছিল। কিন্তু পরে যখন মুসলমানগণ নৃত্য-গীতে মশগুল হইল, ভোগ বিলাসে রত হইল এবং তাহারা যখন মদ্যপানে মত্ত হইল, আয়েশ আরামে ব্যাপৃত হইল এবং কথা বলা আরম্ভ করিলেন যে, অমুক খুব উৎকৃষ্ট গায়ক, অমুক নর্তকী নৃত্য-শিল্পে খুবই পটু, তখন আল্লাহ্‌তায়ালা তাহাদের ধ্বংশের জন্য হালাকুখানকে পাঠাইলেন এবং সে একই দিনে আঠার লক্ষ মুসলমানকে হত্যা করিল ...

কোথায় মুসলমান জাতির সেই অবস্থা যে, রোম সম্রাটের সেনাদল যাহারা সংখ্যায় ষাট সহস্র ছিল, মুসলমানদের মাত্র ষাট জন বাহাদুর তাহাদিগকে পরাস্ত করিয়াছিলেন। আর কোথায় এই অবস্থা যে, হালাকু খান মাত্র কয়েক হাজার সৈন্য লইয়া আসিল এবং লক্ষ লক্ষ মুসলমান তাহাদের আগে আগে পলায়ন

করিতে লাগিল এবং সে আঠার লক্ষ মুসলমানকে হত্যা করিল।

মোটকথা, যে পর্যন্ত আল্লাহ্‌তা'লা সাহায্য করেন, বিজয় হইতে থাকে। আর যখন আল্লাহ্‌তা'লার সাহায্য হ্রাসপ্রাপ্ত হয়, বিজয়ও হ্রাস পাইতে থাকে। আমাদের জামাতের বন্ধুগণের কর্তব্য, তাঁহারা যেন সদা-সর্বদা আল্লাহ্‌তা'লার সাহায্য প্রার্থনা করিতে থাকেন এবং পাকিস্তানের সৈন্যগণের কর্তব্য, তাঁহারাও যেন দোয়া এবং জিক্‌র এলাহীর সহিত কাজ করেন এবং আল্লাহ্‌তা'লার সাহায্য আকর্ষণ করিবার জন্য চেষ্টা করেন। অধুনা আমি সংবাদপত্রে দেখিতেছি যে, খুব হৈ-হল্লা হইতেছে। আমি মুসলমানগণকে বলিতেছি, "একমাত্র 'না'রা' বা 'ধ্বনি' দ্বারা কোন কাজ সমাধা হয় না। যদি আপনারা 'ধ্বনি ই করিতে চান, তবে মানুষের সামনে 'ধ্বনি' তুলিবেন না, বরং খোদাতা'লার দরগাহে কান্নাকাটি করিয়া কাজ হাসিল করুন। যখন আপনারা খোদাতা'লার নিকট অবনত হইবেন, তখন খোদাতা'লার ফেরেশতা আপনাদের সাহায্যের জন্য অবতরণ করিবেন।

বদরের যুদ্ধে মুসলমানগণের সহিত যুদ্ধে পরাজিত হওয়াতে কোন কোন লোক কাফেরগণকে বিদ্রূপ করিয়া বলিল যে, "তোমরা কিরূপে কাপুরুষতা প্রদর্শন করিলে?" উত্তরে কাফেরগণ বলিল, "তোমরা জান না, এই যুদ্ধে সাদা ঘোড়ার উপর এক প্রকার আশ্চর্য রকমের মানুষ সওয়ার ছিলেন। তাঁহাদের হস্তে তলোয়ার ছিল। তাঁহারা যে কোন ব্যক্তির উপর তলোয়ার চালাইলে ঐ ব্যক্তি সঙ্গে সঙ্গে দ্বিখণ্ডিত হইয়া ভূপাতিত হইত। সুতরাং আমাদের মোকাবেলা মানুষের সাথে ছিল না। বরং জিনের সাথে ছিল। আমরা দেখিয়াছি, তাহাদের তরবারিতে এত তেজ ছিল যে, এক এক আঘাতে আমাদের কয়েক ব্যক্তি কতিত হইত।"

মোটকথা, কৃতকার্যতা তখনই আসে যখন আল্লাহ্‌তা'লার ফেরেস্তা অবতরণ করেন এবং সাহায্য করেন। সুতরাং আল্লাহ্‌তা'লার হুজুরে পতিত হওয়া এবং তাঁহারই নিকট প্রার্থনা করা দরকার। ইহাই আমাদের কৃতকার্যতার প্রকৃত উপায়।

অনুবাদক :—আহসান উল্লাহ সিকদার

("আল-ফজল, ২রা জুলাই ১৯৫৮ ইং,") হযরত খলীফাতুল মসিহ্‌ সানি (আইঃ) কর্তৃক ১৯৫৮ সালের ১৩ই জুন তারিখে "মারীতে" প্রদত্ত খোৎবার অনুবাদ।

★

খোদা আমাদের সকল প্রচেষ্টার মূল

তোমরা যদি খোদার উপর আত্মসমর্পণ কর, তবে নিশ্চয় জানিও যে খোদা তোমাদেরই। তোমরা নিদ্রাভিভূত থাকিবে, আর খোদা তোমাদের জন্য জাগ্রত থাকিবেন। তোমরা শত্রু হইতে সম্পূর্ণ অজ্ঞ থাকিবে, কিন্তু খোদা তাহার উপর দৃষ্টি রাখিবেন এবং তাহার ষড়যন্ত্রকে ব্যর্থ করিয়া দিবেন। তোমরা এখনও অবগত নহ যে, তোমাদের খোদা কত শক্তিশালী! যদি তোমরা অবগত থাকিতে, তবে দিনেকের তরেও এই সংসারের জন্য চিন্তিত হইতে না।

—হযরত মসিহ্‌ মাউদ (আঃ)।

হযরত মসিহ্ মাউদ (আঃ)-এর

অমৃতবাণী

ডাঃ মোহাম্মাদ মুসা

দোয়া নামাযের মধ্যে করাই উচিত, তাহাতে নামাযে নৈকট্য ও আস্বাদ লাভ হয়। সর্বোৎকৃষ্ট দোয়া এই যে, খোদাতায়ালা যেন আমাদের গুনাহ্ মাফ করিয়া দেন এবং তাঁহার সন্তুষ্টি লাভের পথ খুলিয়া দেন।

আমি দেখিতেছি মানুষ আজকাল যেভাবে নামায পড়ে তাহা মাটিতে মাথা ঠোকা মাত্র। তাহাদের নামাযে সেইরূপ ভাবাবেশ ও আস্বাদ দেখা যায় না যেমন নামায শেষ করার পর তাহাদের হাত উঠাইয়া দোয়ার সময় দৃষ্ট হয়। হায়! যদি তাহারা নামাযের মধ্যে দোয়া করিত তাহা হইলে সম্ভবতঃ তাহাদের নামাযে নৈকট্য ও আস্বাদ লাভ হইত। সেই জন্য তোমাদিগকে আদেশ করিতেছি উপস্থিত তোমরা নামায অন্তে দোয়া করিবে না। দোয়ার জন্য যে নৈকট্য ও আস্বাদ নির্দিষ্ট করা হইয়াছে, উহা নামাজের মধ্যে লাভ করার চেষ্টা করুন। একথা নয় যে, নামাযের পর কোন দোয়া করা নিষেধ। কিন্তু আমি চাই যে, যতক্ষণ পর্যন্ত না নামাযে যথেষ্ট নৈকট্য ও আস্বাদ লাভ হয় ততক্ষণ পর্যন্ত নামায শেষ করার পর দোয়া করিয়া নামাযের আস্বাদকে নষ্ট করিও না। হাঁ, যখন নৈকট্য লাভ হইয়া যাইবে তখন কোন বাধা নাই। সুতরাং নামাযের মধ্যে নিজ ভাষায় দোয়া চাওয়াই উত্তম। মাতৃভাষায় যে স্বাভাবিক আবেগ সৃষ্টি হয় তাহা কখনও অন্য ভাষায় হইতে পারে না। সুতরাং নামাযের মধ্যে কোরআন ও হাদিস বর্ণিত দোয়াগুলি পড়িবার পর নিজ প্রয়োজনীয় বিষয়গুলি নিজভাষায় খোদাতায়ালার নিকট জানাও তাহাতে তোমার মধ্যে ধীরে ধীরে মাধুর্যের সৃষ্টি হইবে। সর্বোৎকৃষ্ট দোয়া হইল খোদা-তায়ালার সন্তুষ্টি লাভ এবং গুনাহ্ হইতে মুক্তি পাওয়া; যেহেতু গুনাহ্ দ্বারাই হৃদয় কঠিন হইয়া যায় এবং মানুষ দুনিয়ার কীট সদৃশ হয়, সুতরাং আমাদের দোয়া ইহাই হওয়া উচিত যে গুনাহ্, যাহা হৃদয়কে কঠিন করিয়া দেয়, তাহা যেন আল্লাহ্তায়ালা দূরীভূত করিয়া দেন এবং তাঁহার সন্তুষ্টি লাভ করিবার পথ খুলিয়া দেন। পৃথিবীতে মোমেনের দৃষ্টান্ত সেই আরোহীর মত যে জঙ্গলে বিচরণ করিতে করিতে পথিমধ্যে শ্রান্ত ক্লান্ত হইয়া কোন গাছের নীচে বিশ্রামের জন্য দাঁড়াইয়া পড়ে। কিন্তু তখনও ঘোড়ার উপর উপবিষ্ট থাকে, এবং দাঁড়াইয়া কিছুক্ষণ বিশ্রাম লইয়া পুনরায় নিজের গন্তব্য পথে চলিতে থাকে। কিন্তু যে ব্যক্তি এই জঙ্গলে বাড়ী তৈয়ার করিবে, সে নিশ্চয়ই হিংস্র পশুগণের খাদ্য হইবে।

★

"যে সকল মুসলমানের সহিত কাফেরগণ যুদ্ধ করিতেছে, তাহারা অত্যাচারিত হইবার দরুণ তাহাদিগকে (কাফেরদের সহিত) প্রতিদ্বন্দিতা করিবার অনুমতি প্রদত্ত হইল, এবং আল্লাহ্ তাহাদিগকে সাহায্য করিতে ক্ষমতাবান।"

—কোরআন

যুদ্ধে মুসলমানের জন্য উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ
হিন্দুর জন্য অন্ধকার ।

হযরত খলিফাতুল মসিহ্‌ সানি (আইঃ)

তিন চার বৎসর পূর্বের কথা ; আমি তখন কোয়েটায় গিয়াছিলাম। ঐ সময় কয়েকজন সৈনিক অফিসার আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে আসিয়াছিলেন। কথায় কথায় কাশ্মীরের প্রসঙ্গ উত্থাপিত হইল। আমি বলিলাম, "কাশ্মীর মুসলমানদের জন্য পাওয়া অত্যন্ত জরুরী। কাশ্মীর ছাড়া পাকিস্তান নিরাপদ হইতে পারে না।" পরের দিন আমার প্রাইভেট সেক্রেটারী আমাকে লিখিলেন যে, অমুক কর্ণেল সাহেব আমার সহিত দেখা করিতে আসিয়াছেন এবং আমার সহিত একান্তে আলাপ করিতে চাহেন। আমি তাঁহাকে অর্থাৎ সেক্রেটারী সাহেবকে লিখিলাম, "আপনি হয়ত ভুল করিতেছেন। তিনি গতকাল আমার সঙ্গে দেখা করিয়া গিয়াছেন।" উত্তরে তিনি জানাইলেন যে, সত্য বটে, কিন্তু তিনি কোন ব্যক্তিগত বিষয়ে আলাপ করিতে চাহিতেছেন।" তাঁহাকে আসিতে বলিলাম এবং তিনি আসিলে বলিলাম, 'বসুন, আপনার কি কথা আছে?' তিনি বলিলেন, "আপনি বলিয়াছিলেন কাশ্মীর আমাদিগকে চাই এবং সেজন্য আমাদিগকে কোরবানী করিতে হইবে। কিসের উপর ভিত্তি করিয়া আপনি ইহা বলিলেন, আপনি কি জানেন না যে, ভারতের নিকট আমাদের অপেক্ষা অধিক সৈন্য আছে?' আমি বলিলাম, "নিশ্চয়ই জানি, তাহাদের নিকট অধিক সৈন্য আছে।" তিনি বলিলেন, "তাহাদের নিকট যে বন্দুক আছে, আমাদের নিকটও সেই একই ধরনের বন্দুক রহিয়াছে।" আমি বলিলাম "যথার্থ।" তিনি বলিলেন, "আপনি কি জানেন না যে, তাহাদের 'দমদম' কারখানা হইতে প্রত্যেক মাসে হাজার হাজার বন্দুক তৈয়ার হইয়া আসিতেছে।" আমি বলিলাম, "যথার্থ।" তিনি বলিলেন, "তাহাদের নিকট প্রচুর গোলা-বারুদ রহিয়াছে। উপরন্তু আমাদের প্রাপ্য আট কোটি টাকার গোলা-বারুদও তাহারা আমাদিগকে দেয় নাই।" আমি বলিলাম, "যথার্থ।" তিনি বলিলেন, "আপনি কি জানেন না, তাহাদের ছয় স্কোয়াড্রন হাওয়াই জাহাজ আছে ; কিন্তু আমাদের মাত্র ২ স্কোয়াড্রণ জাহাজ আছে।" আমি বলিলাম, "যথার্থ।" তিনি বলিলেন, "তাহাদের আমদানি অধিক, আমাদের আমদানি অল্প।" আমি বলিলাম, "যথার্থ।" তিনি বলিলেন যে, "যে কলেজে আমরা লেখা পড়া শিক্ষালাভ করিয়াছি, সেই একই কলেজে তাহারাও শিক্ষালাভ করিয়াছে। শিক্ষার দিক দিয়াও আমাদের কোন শ্রেষ্ঠত্ব নাই।" আমি বলিলাম, "যথার্থ।" কিনি বলিলেন, "আমাদের সৈন্য অল্প তাহাদের অধিক ; গোলা-বারুদ তাহাদের নিকট অধিক ; কামান তাহাদের নিকট অধিক ; বিমান তাহাদের নিকট অধিক ; আমদানী তাহাদের অধিক ; তাহারা যে কলেজে অধ্যয়ন করিয়াছে, আমরাও সেই কলেজে অধ্যয়ন করিয়াছি, আমাদের মধ্যে বিশেষ কোন যোগ্যতাও নাই। তবে আপনি কিসের উপর ভিত্তি করিয়া বলিলেন যে, কাশ্মীর আমাদিগকে নিতেই হইবে।"

আমি বলিলাম "দেখুন পবিত্র কোরআনে আল্লাহ্‌ তায়ালা বলিতেছেন ঃ

مِن فِئَةٍ قَلِيلَةٍ غَلَبَتْ فِئَةً كَثِيرَةً بِإِذْنِ اللّٰهِ

অর্থাৎ—"ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জামায়াত আল্লাহ্‌তা'য়ালার অনুগ্রহে বৃহৎ জামায়াতের উপর বিজয়লাভ করিয়া থাকে।" আল্লাহ্‌তায়ালা এইজন্য ইহা বলিয়াছেন যে, "তুমি ক্ষুদ্র ও দুর্বল হওয়ার দরুন ভীত হইও না, আল্লাহ্‌ তায়ালা বৃহৎ জামাতের উপর বিজয় দান করিতে ক্ষমতা রাখেন।" সুতরাং আপনি ব্যস্ত হইতেছেন কেন? আল্লাহ্‌র উপর ভরসা করুন। নিশ্চয়ই আপনারা সংখ্যায় অল্প, কিন্তু খোদাতায়ালা আপনাদিগকে ক্ষমতা দান করিবেন। পুনরায় আমি বলিলাম, "আপনাকে একটি সূক্ষ্ম কথা বলিতেছি। আপনি মুসলমান আপনি কি ইহা জানেন না যে, পবিত্র কোরআন বলিয়াছে, 'যদি তুমি মারা যাও তবে জান্নাতে যাইবে।' তিনি উত্তরে বলিলেন, "জি হাঁ।" আমি বলিলাম, "দুইটি পথ আছে—যদি আপনি যুদ্ধে দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত থাকিয়া জীবিত থাকেন তবে বিজয়ী হইবেন; কিন্তু যদি মারা যান তবে জান্নাতে যাইবেন। এখন আপনি বলুন আপনার অন্তরে কোন মৃত্যু ভয় থাকিতে পারে? কারণ আপনি স্থির নিশ্চিত যে, যদি যুদ্ধক্ষেত্রে স্থির থাকিয়া যুদ্ধ করিলে দুই পথের যে কোন একটি ঘটিবে। হয় বিজয় লাভ, নতুবা শাহাদৎ বরণ। সুতরাং আপনাদের বীরত্বের সহিত হিন্দু কি করিয়া প্রতিযোগিতা করিতে পারে; কারণ হিন্দু জানে, সে মারা গেলে বানর হইবে, কুকুর হইবে, কিম্বা শুকর হইবে। ইহাই তাহাদের পুনর্জন্মের বিধান। আপনি জানেন যে, মৃত্যুর পর আপনি জান্নাতে প্রবেশ করিবেন, কিন্তু সে জানে যে, মৃত্যুর পর সে কুকুর হইবে, শুকর হইবে, বানর হইবে। অতএব, মুসলমান এবং হিন্দুর মধ্যে কোনই তুলনা হইতে পারে না। কারণ হিন্দুর আশঙ্কা আছে, মৃত্যুর পর কুকুর, শুকর হইবার এবং আপনার বাসনা জান্নাতে প্রবেশের। আপনার সহিত কি করিয়া তাহার তুলনা হইতে পারে। প্রকৃতপক্ষে মুসলমানের বীরত্ব প্রদর্শনের এত সুযোগ রহিয়াছে যে, তাহার কোন প্রকার ক্ষতি হইতেই পারে না। *

অনুবাদক—চৌধুরী শাহাবুদ্দিন আহ্‌মদ।

* হযরত আমীরুল মুমেনীন খলীফাতুল মসীহ্‌ সানি (আইঃ) কর্তৃক ১৯৫৩ সনের বার্ষিক সম্মেলনে প্রদত্ত বক্তৃতা হইতে উদ্ধৃত।

★

কাশ্মীরের কাহিনী

[য. আ. দ্বারা লিখিত]

সাপ্তাহিক "লাহোর" পত্রিকা হইতে অনূদিত

(কাশ্মীরের ইতিহাসের কয়েকটি গোপন পাতা)

কোরআনের দরসের ব্যবস্থা

শ্রীনগরে মৌলবী মোহাম্মাদ আবদুল্লাহ্‌ ও অপর একজন মোট ২জন প্রবীন উকিল ছিলেন। সেই মহানুভব ব্যক্তির সহিত বহুকাল যাবত উকিল মৌলবী আবদুল্লাহ্‌ সাহেবের পরিচয় ছিল। উকিল সাহেবও তাঁহার প্রভাব মানিয়া লইয়া কোরআনের দরস আরম্ভ করিয়া দিলেন। সেই মহানুভব ব্যক্তি যে সমস্ত বিষয় শিক্ষার জন্য গুরুত্ব দান করিতেন এই দরসে যোগদানকারীদিগকে উকিল সাহেব সেই সমস্ত বিষয় শিক্ষা দিতেন। দরসে যোগদানকারীদিগের সংখ্যা প্রত্যহ বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। প্রথম প্রথম উকিল সাহেবের বৈঠকে মাত্র ৩।৪ জন যুবক আসিত; পরে সংখ্যা বৃদ্ধি পাইয়া ১৫।২০ জনে দাঁড়াইল এবং স্থান সংকুলান না হওয়াতে অন্য কামরাও ব্যবহার করিতে লাগিলেন। শেষ পর্যন্ত

বাড়ীর সম্মুখের সমস্ত রাস্তা লোকে লোকারণ্য হইয়া যাইত। এই সমস্ত উৎসাহ উদ্দিপনা হিন্দু মহারাজার অসন্তুষ্টির কারণ হইল। সুতরাং ট্রাফিক বন্ধ হইয়া যাইবার অজুহাত দেখাইয়া ইহা বন্ধ করিয়া দেওয়া হইল।

রীডিং রুম পার্টি

কিন্তু খাজা গোলাম নবী গীলকার পিছনে থাকিবার মত লোক ছিলেন না। তিনি সঙ্গে সঙ্গে কাতাহকাদিলে এক পাঠাগার খুলিয়া বসিলেন। নিয়মিত ভাবে মেম্বর করা হইল। রীডিংরুম পার্টি নামে এক প্রতিষ্ঠান স্থাপিত হইল। প্রকাশ্যে সেখানে পাঠাগার ছিল; কিন্তু আসল উদেশ্য ছিল মুসলমান-দিগকে একতাবদ্ধ করা। যুবকদের শিক্ষার ব্যবস্থা করা এবং পরাধিনতার শৃঙ্খল ভাঙ্গিবার জন্য তাহাদিগকে প্রস্তুত করা। যখন শেখ মোহাম্মাদ আবদুল্লাহ্ (বর্তমানে শেরে কাশ্মীর) লেখা পড়া সমাপ্ত করিয়া আলিগড় হইতে ফিরিয়া আসিলেন, তাঁহাকে পার্টির সদর নিযুক্ত করা হইল এবং খাজা গোলাম নবী গীলকার জেনারেল সেক্রেটারী নিযুক্ত হইলেন এবং দ্রুতগতিতে কাজ অগ্রসর হইতে লাগিল।

ইয়ং মুসলীম এসোসিয়েশন

কয়েক বৎসর পূর্ব জম্মুতে কয়েকজন উৎসাহী ব্যক্তি 'ইয়ং মুসলিম এসোসিয়েশন' নাম দিয়া একটি সমিতি গঠন করিয়াছিলেন। প্রতি বৎসর বার্ষিক সভায় বক্তৃতা দিবার জন্য বাহির হইতে আলেমদিগকে আনা হইত। এসোসিয়েশনের তরফ হইতে দরখাস্ত পাইয়া সেই মহানুভব ব্যক্তির প্রতিনিধিও বক্তৃতা দিবার জন্য আসিতেন। তাঁহারা স্বাধিনতা আন্দোলনকে জোরদার করিবার জন্য মুসলমানদিগকে উৎসাহিত করিতেন।

এম. ইয়াকুব আলী, চৌধুরী গোলাম আব্বাস, শেখ আবদুল হামিদ. সরদার গোহার রহমান এবং মিঞা মোহাম্মাদ ইব্রাহীম জমমুনি প্রমুখাৎ ব্যক্তিগণ সকলেই এই সমিতির সহিত জড়িত ছিলেন। ভারতের যে সমস্ত আলেম সময় সময় এই সভায় হৃদয়গ্রাহী বক্তৃতা দিতেন তন্মধ্যে ডাক্তার মুফতি মোহাম্মাদ সাদেক, মৌলানা আজমাতুল্লাহ বিজ্ঞার্থী, মৌলানা হাফিজ রৌশন আলি প্রভৃতি সুপ্রসিদ্ধ আলেমগণের নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

জমমু এবং কাশ্মীর রাজ্যে মুসলমানদের বিরাট সংখ্যা গরিষ্ঠতা ছিল। অর্থাৎ—কাশ্মীরে শতকরা ৯৫ জন এবং জমমু প্রদেশে শতকরা ৭৫জন ছিল মুসলমান; কিন্তু সমস্ত রাজ্যব্যাপি ডোগরা বংশের রাজত্ব ছিল।

ঘরের শত্রু বিভীষণ

মুসলীম মহাশয় হিন্দু মহাশয়ের মোকাবেলা উত্তমরূপে করিতে পারেন। প্রবাদ আছে ঘরের শত্রু বিভীষণ। তাই হিন্দু মহাশয়ের সহিত প্রতিদ্বন্দীতায় মুসলীম মহাশয়ের প্রয়োজন পড়িল। সুতরাং অনতি-বিলম্বে পাঞ্জাব হইতে জনৈক বিচক্ষণ সংস্কৃত পণ্ডিত মহাশয় মোহাম্মাদ ওমরকে মুসলীম প্রচারকরূপে সেখানে পাঠান হইল। তিনি বিক্রমের সহিত হিন্দু মহাশয়-গণকে আহ্বান করিলেন এবং যুক্তি প্রমাণ দ্বারা প্রতি-ক্ষেত্রে এমন ভাবে তাহাদিগকে হতবাক করিলেন যে, তাহারা পলায়নপর হইতে বাধ্য হইল।

জাগরণের উত্তম বৎসর

জম্মু এবং কাশ্মীরের মুসলমানদের জন্য ১৯২৯ এবং ১৯৩০ সাল জাগরনের শ্রেষ্ঠ বৎসররূপে গণ্য হইয়া থাকে। কারণ স্বাধীনতার প্রস্তুতি এবং পরাধীনতার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণার এটি শেষ বৎসর। ইহার পর ১৯৩১ সনে যথা নিয়মে রণ দামামা বাজিয়া উঠিল। বহু মৃত আত্মার মধ্যে জীবনের স্পন্দন দেখা দিল। কিন্তু এ সমস্তই এ পর্যন্ত রাজ্যের অভ্যন্তরে হইতেছিল। রাজ্যের বাহিরে ভারত-

বর্ষের মুসলমানগণ, অল্প সংখ্যক সহৃদয় ব্যক্তি ব্যতিত নিজ ভাইদের সম্বন্ধে অজ্ঞ ছিল, এমন কি তাহাদের দুঃখ কষ্ট জানিবার জন্য কেহ চেষ্টাও করে নাই।

স্যার এস. এন. ব্যানার্জির বিদায়

স্যার এস. এন. ব্যানার্জির কথা ইতিপূর্বে বলা হইয়াছে। তাঁহাকে প্রভাবান্বিত করার অন্য বিষয়ও কাজ করিয়া থাকিতে পারে। কিন্তু ইহার মূলে ছিল খলিফা আবদুর রহীম এবং তাঁহার দুই তিন জন সঙ্গীর অক্লান্ত পরিশ্রম। মিঃ ব্যানার্জি যদিও মুসলমান ছিলেন না; তথাপি তিনি একজন ন্যায় পরায়ন ব্যক্তি ছিলেন। তিনি মুসলমানদের অবস্থা পরিবর্তন করিতে মনস্থ করিয়াছিলেন। কিন্তু যে সকল তোষামদ-প্রিয় লোক মহারাজকে ঘিরিয়া থাকিত তাহারা মিঃ ব্যানার্জিকে কিছুই করিতে দিল না। ইহার ফলে তাঁহাকে জম্মু ও কাশ্মীর রাজ্যের চাকুরী হইতে বিদায় গ্রহণ করিতে হইল।

১৯২৯ সনের প্রথম ভাগে চাকুরী হইতে বিদায় গ্রহণের পর মিঃ ব্যানার্জির এক চমকপ্রদ প্রবন্ধ সংবাদ-পত্রে প্রকাশিত হইল। ইহাতে অত্যাচারিত কাশ্মীরবাসীদের প্রকৃত অবস্থা দেখান হইয়াছিল। প্রত্যেকটি দাবীর সত্যতা দলীল প্রমাণ ও হিসাব দ্বারা সাব্যস্ত করা হইয়াছিল। রাজ্যে হাইকমাণ্ডের ধারণা ছিল যে, এই সমস্ত সংবাদাদি উত্তেজনা সৃষ্টির উদেশ্যে সংগ্রহ করা হইয়াছে এবং ইহা খলিফা আবদুর রহীমের গুপ্ত প্রচেষ্টায় সাধিত হইয়াছে। কিন্তু ইহার কোন প্রমাণ তাহাদের হাতে ছিল না। এতদভিন্ন যে সকল তথ্য সেই মন্ত্রী প্রকাশ করিয়াছেন, চাকুরীতে বহাল থাকাকালীন তাঁহার পক্ষে উহা সংগ্রহ করার পুর্ণ সুযোগ ছিল। যাহা হউক ব্যানার্জির পরে খলিফা আবদুর রহীমকেও হাই-কমাণ্ডগণ সন্দেহের চক্ষে দেখিতে লাগিলেন।

সত্যের ধ্বণি

স্যার ব্যানার্জির বিবৃতি প্রসঙ্গে একটি বিষয় বলা অপ্রাসঙ্গিক হইবে না। সংবাদপত্রে মিঃ ব্যানার্জির বিবৃতি প্রকাশিত হইলে ভারতবর্ষ এবং কাশ্মীর রাজ্যের মুসলমান অধিবাসীদের মধ্যে চাঞ্চল্য এবং উত্তেজনার সৃষ্টি হইল। রাজ্যের সর্বত্র কেবল এই বিবৃতির আলোচনা হইতে লাগিল। চতুর হিন্দুগণ ইহার প্রভাব নষ্ট করিবার উদ্দেশ্যে এক চাল চালিল। প্রথমে রাজ্যের জনৈক মুসলিম মন্ত্রীর বাসভবনে জম্মুর গণ্যমাণ্য মুসলমানদিগকে একত্রিত করা হইল এবং তাঁহাদিগকে প্ররোচিত করা হইল যেন তাহারা প্রতিবাদে সংবাদপত্রে এই মর্মে এক বিবৃতি প্রদান করে যে, জম্মু এবং কাশ্মীর রাজ্যের মুসলমানগণ সর্বতোভাবে সুখ ও শান্তিতে বসবাস করিতেছেন। তাহাদের কোন অভাব অভিযোগ নাই এবং মিঃ ব্যানার্জির বিবৃতি সত্যের পরিপন্থি। কিন্তু এম. ইয়াকুব আলী সাহেব মন্ত্রী ভবন হইতে বাহির হওয়া মাত্র উচ্চরবে সত্যের ধ্বনি তুলিলেন এবং বলিলেন, "আমি কিছুতেই মিথ্যার সমর্থন ও সত্যের বিরোধিতা করিতে প্রস্তুত নহি।" দুর্বল চেতাগণও তাঁহার অনুসরণ না করিয়া পারিল না।

কাপুরুষতার অভিযোগ

মিঃ ওয়েকফীল্ড মহারাজার বিশেষ বন্ধুদের মধ্যে একজন ছিলেন এবং সেই জন্য ধারণা ছিল মহারাজা তাঁহার কথা রদ করিবেন না। খলিফা আবদুর রহীম মিঃ ওয়েকফীল্ডের পার্সোন্যাল এসিষ্ট্যাণ্ট ছিলেন। তিনি মিঃ ওয়েকফীল্ডকে মুসলমানদের শোচনীয় অবস্থার কথা অবহিত করিবার এবং এই মুসলমানদের ন্যায্য অধিকার আদায় করিয়া দিবার জন্য তাকিদ দিতেন। সৈন্য বিভাগে ডোগরা ছাড়া রাজপুত, নেপালী, গুর্খা ও পাঞ্জাবের শিখদিগকে ভর্তি করা হইত; কিন্তু কাশ্মীরের মুসলমানদিগকে ভর্তি করা সম্পূর্ণরূপে নিষিদ্ধ ছিল।

সৈন্য বিভাগ মিঃ ওয়েকফীল্ডের অধীনে ছিল। তিনি বলিয়াছেন যে, কাশ্মীরি মুসলমানদিগকে সৈন্য বিভাগে ভর্তি করার জন্য তিনি মহারাজার অনুমতি লাভের চেষ্টা করিয়াছিলেন। কিন্তু মহারাজা তাহাকে উত্তর দিয়াছিলেন, "আমার দাদা মহারাজা রণবীর সিংহ কাশ্মীরি মুসলমানদের একটি রেজিমেণ্ট গঠন করিয়াছিলেন। শ্রীনগরে ছয় মাসকাল রীতিমত প্যারেড ট্রেনিং দেওয়ার পর তাহাদিগকে জম্মু যাইবার আদেশ দেওয়া হইলে সৈন্যবাহিনীর একজন অফিসার মহারাজার দরবারে হাজির হইয়া নিবেদন করিল, 'হুজুর আমাদের যাত্রার সমস্ত ব্যবস্থা সমাপ্ত হইয়াছে কেবল একটি ত্রুটি রহিয়া গিয়াছে। রাস্তায় আমাদের নিরাপত্তার জন্য পুলিশের কোন ব্যবস্থা করা হয় নাই।'"

এই গল্প শুনাইয়া মহারাজা হরি সিংহ মিঃ ওয়েকফীল্ডকে তখন নিরুত্তর করিয়াছিলেন বটে; কিন্তু পরবর্তিকালে মিঃ ওয়েকফীল্ড চাকুরী হইতে যখন অবসর গ্রহন করিয়া নিজ ডাইরী প্রকাশ করিলেন তখন তিনি ইহা লিখিতে বাধ্য হইলেন যে, ১৯৩১ সনের দাঙ্গায় যে সমস্ত কাশ্মীরি নিহত হইয়াছিল তাহারা প্রত্যেকে বক্ষে গুলি বিদ্ধ হইয়াছিল। ইহার দ্বারা প্রমাণ হইতেছে যে, মহারাজার ঐ কল্পিত গল্প সম্পূর্ণরূপে মিথ্যা ছিল। কাশ্মীরবাসীগণ কখনও কাপুরুষ ছিল না। তাহারা নিজেদের কার্যে ইহা প্রমাণ করিয়া দিয়াছে।

১৯২৯ সনে গ্রীষ্মের সময় পূর্ববর্ণিত সেই মহান যুবক যখন কাশ্মীর আগমন করিয়াছিলেন তখন কাশ্মীরবাসীদের তরফ হইতে কয়েকজন বিশিষ্ট ব্যক্তি কাশ্মীরের মহারাজার দরবারে একখানা দরখাস্ত পেশ করিলেন। উহাতে চাকুরীর ক্ষেত্রে মুসলমানদের অসন্তোষজনক অনুপাত দূর করার দাবী করা হইল। ফলে মহারাজা স্বতপ্রবৃত্তভাবে মুসলমানদের জন্য শতকরা ৫০টি আসনের ব্যবস্থা করিয়া দিলেন। কিন্তু পরে ঐ আদেশ রক্ষা করা হয় নাই। ইহাতে ডোগরা রাজত্বের বিরুদ্ধে মুসলমানদের অবিশ্বাস আরও বৃদ্ধি পাইল।

রাজ্য প্রতিনিধির নিরুৎসাহ জনক জওয়াব

রিডিং-রুম পার্টির কথা পূর্বে বলা হইয়াছে। শেখ মোহাম্মাদ আবদুল্লাহ্‌ ছিলেন ইহার প্রেসিডেণ্ট এবং গোলাম নবী গীলকার ছিলেন সেক্রেটারী।

গোল টেবিল বৈঠকে যোগদানের জন্য মহারাজা বিলাত গিয়াছিলেন। তাঁহার অনুপস্থিতিতে রাজমন্ত্রীসভা রাজ্যের কার্যভার পরিচালনা করিতেছিলেন। তখন রিডিং রুম পার্টির পক্ষ হইতে দুইজন প্রতিনিধি পাঠাইবার অনুমতি চাওয়া হইয়াছিল এবং অনুমতি পাওয়াও গিয়াছিল। কিন্তু এই ক্ষুদ্র প্রতিনিধি দলের দরখাস্ত শ্রবণ করার পর স্পষ্টভাবে তাহাদিগকে জানাইয়া দেওয়া হইল যে, মুসলমানদের জন্য চাকুরীর কোন নির্দিষ্ট আসন নির্ধারণ করা হইবে না। কিন্তু নিরুৎসাহজনক উত্তর শ্রবণে যুবকগণ হতাশ হইলেন না। বরং তাঁহাদের আন্দোলনকে আরও জোরদার করিয়া তুলিলেন।

রাজ্য সরকারের সৃষ্ট অবস্থার জন্য আশংকা হইয়াছিল যে, কোন মুহূর্তে রণ-দামামা বাজিয়া উঠিতে পারে এবং স্বাধীনতা অর্জনের জন্য স্থায়ী সংগ্রাম আরম্ভ হইতে পারে। বস্তুতঃ তাহাই ঘটিল।

যাহারা কাশ্মীর ভ্রমণ করিয়াছে এবং ইহার সুবিস্তৃত এবং বিশাল উপত্যকা, শস্য শ্যামল ভূমি, ঝর্ণা, উদ্যান সমূহ, পাহাড়, নদী, জলপ্রপাত, বিল এবং গুলমার্গের সবুজ মাঠ দেখিয়াছে তাহারা মানিতে বাধ্য হইবে যে, ভারত সম্রাট কাশমীর সম্বন্ধে একদা যাহা বলিয়াছিলেন:

"রইত যদি ধরার বুকে স্বর্গ অনুপম,
এই সে বটে এই সে বটে, সেই স্বর্গভূম"
তাঁহা সত্য।

সবকিছু উর্বর

কাশ্মীরের মাটি যেমন উর্বর তদ্রূপ সেখানকার অধিবাসীদিগকেও আল্লাহ্‌তায়ালা উত্তম বিবেক দান করিয়াছেন। ১৯৩০ সনের কথা। কাশ্মীরবাসীদের মধ্যে খোদার ফজলে সর্ব-প্রকারের উন্নতি লাভ করিবার যোগ্যতা ছিল। কিন্তু এই যোগ্যতাকে উদ্দীপ্ত করিয়া তুলিবার জন্য স্বাধীন মনোবৃত্তির প্রয়োজন ছিল, যাহা হইতে তাহারা বহুশতাব্দী যাবৎ বঞ্চিত হইয়া আসিতেছিল।

১৯৩০ সনের প্রভাত সমাগমে কাশ্মীর বাসীদের মধ্যে জীবন এবং জাগরণের লক্ষণ সমূহ বিশেষভাবে পরিস্ফুট হইয়া উঠিল বটে ; কিন্তু তখন পর্যন্ত তাহাদের মধ্যে কোন কেন্দ্রীয় সংগঠন ছিল না বা তাহার জন্য কোন উপকরণও ছিল না, যাহা দিয়া তাহারা নিজেদের প্রাপ্য আদায়ের জন্য অবিরামভাবে চেষ্টা চালাইয়া যাইতে পারে। এজন্য বিশেষ প্রয়োজন ছিল একটি কেন্দ্রীয় প্রতিষ্ঠানের অধীনে সংঘবদ্ধ হওয়া, যাহার শাখা সারা দেশে থাকিবে এবং নিজেদের একটি সংবাদপত্র এবং সভাগৃহ থাকিবে। কিন্তু কাশ্মীরবাসী এই সমস্ত বিষয় এবং উপকরন হইতে বঞ্চিত ছিল। অভ্যান্তরিণ ব্যাপার ব্যাতীত কাশ্মীর রাজ্য বৃটিশ সাম্রাজ্যের অধীনে ছিল। ভারতবর্ষের উপর বৃটিশ ক্ষমতাশীন ছিল। কাজেই বৃটিশই কাশ্মীর রাজ্যের উপর চাপ দিতে পারিত ; কিন্তু বৃটিশ তাহা করিতে আদৌও প্রস্তুত ছিল না।

কিন্তু নিয়তির অভিপ্রায় ছিল অন্যরূপ। কাশ্মীরে পরিবর্তন অবশ্যম্ভাবী এবং সেই পরিবর্তন সেই বৎসরের মধ্যেই আসা নির্ধারিত ছিল। সুতরাং নিয়তির বিধানে এমন সমস্ত অস্বাভাবিক ব্যাপার সংঘঠিত হইতে লাগিল, যাহা কোন সুচিন্তিত পরিকল্পনার বিষয়বস্তু ছিল না।

স্বেচ্ছাচারী শাসকের অত্যাচারী অফিসারগণ বিভিন্ন সময়ে যে সমস্ত স্বেচ্ছাচারীতার পরিচয় দিল, তাহাই ডোগরা শাসনের ভিত্তিকে দুর্বল করিয়া তুলিল।

ইসলাম গ্রহণ করার অপরাধে

জম্মু প্রদেশের অধমপুর তহশীলের জনৈক বড় জমিদার ইসলাম গ্রহণ করাতে কালেক্টার সাহেব সরকারী কাগজ পত্র হইতে তাহার নাম খারিজ করিয়া দিলেন। যাবতীয় স্থাবর-অস্থাবার সম্পত্তি হইতে তাঁহাকে বেদখল করিয়া তাঁহার ভাইকে দখল দান করিলেন।

আদালতে নালিশ করিলে জজ সাহেব পরিষ্কারভাবে জানাইয়া দিলেন, শুদ্ধি হইলে সমস্ত সম্পত্তি ফেরত দেওয়া হইবে। কিন্তু তিনি অস্বীকার করায় তাহার মোকদ্দমা খারিজ হইয়া গেল।

ডিগোর নামক এক গ্রামের মুসলমানদিগকে জামাতে নামাজ পড়িতে নিষেধ করা হইল। এই সংবাদ যখন অন্যান্য মুসলমানদের নিকট পৌঁছিল, তখন তাহাদের মধ্যে ভয়ানক ক্রোধ এবং ক্ষোভের সঞ্চার হইল।

এই সময় জম্মু জেলের পুলিশ লাইনে জনৈক হিন্দু কনষ্টবল একজন মুসলমান কনষ্টবলকে পবিত্র কোরআন পাঠ রত দেখিয়া বলিয়া উঠিল, "তুমি কি প্রলাপ পাঠ করিতেছ' এবং ক্রোধ ভরে তাহার বিছানা (যাহার মধ্যে পবিত্র কোরাণের "পাঞ্জ সুরা" ছিল) উঠাইয়া দূরে নিক্ষেপ করিয়া দিল। পাঁচ সুরা যাহা কোর-আনেরই অংশ, মাটিতে ছিটকাইয়া পড়িল। এই সংবাদে মুসলমানগণ আরও উত্তেজিত হইয়া পড়িল।

১৯৩১ সনের ১৯শে এপ্রিল ঈদুল আজহা দিবস ছিল। জম্মুতে মুসলমানদের সর্ববৃহৎ ঈদের জামায়েত হইয়াছিল। আনজুমানে ইসলামিয়ার নিয়ন্ত্রণাধীনে নামাজের ব্যবস্থা করা হইয়াছিল। এই ঈদের

নামাজে তিনটি বিষয় শামিল আছে। দুই রাকায়াত নামাজ, ঈদের খোতবা এবং সর্বশেষে দোওয়া। নামাজ শেষে খোতবা পাঠ হইতেছিল এবং ইমাম সাহেব (কোরআন মজিদের) যে অংশে হযরত মুসা (আঃ) এবং ফেরাউনের ঘটনার উল্লেখ ছিল, লোকদিগের নিকট ব্যাখ্যা করিতেছিলেন। জনৈক আর্য সমাজী পুলিশ ডিপুটি ইন্‌স্পেক্টার ঐ সময় ডিউটিতে নিযুক্ত ছিলেন। তিনি ইমাম সাহেবকে খোতবা পাঠ করা নিষেধ করিয়া দিলেন। তাঁহাকে জানান হইল খোতবা পাঠ নামাজের আবশ্যকীয় একটি অঙ্গ। কিন্তু আর্য সমাজী পুলিশ নিজ হঠকারীতায় অটল রহিল এবং বলিল যে, শুধু নামাজ পড়িতে পারিবে, লেকচার দেওয়া চলিবে না। বস্তুতঃ তাহাকে পুনঃ পুনঃ জানান হইল যে, ঈদের নামাজের সঙ্গে খোতবা পাঠ একটি ধর্মীয় কর্তব্য। সুতরাং ইহা বন্ধ করিলে ধর্মের উপর হস্তক্ষেপ হইবে।

যেমন যেমন এই সমস্ত অত্যাচার অনুষ্ঠিত হইতে লাগিল কাশ্মীরবাসীগণ ভারতের শুভাকাঙ্খীদিগকে অবহিত করিতে লাগিলেন। বিশেষ করিয়া পাঞ্জাবের অধিবাসীগণ তাহাদের জন্য কেবল আর্থিক সাহায্যই করিতেছিলেন না বরং এই পরাধীনতার আজাব হইতে মুক্তি লাভের জন্য আল্লাহ্‌তায়ালার নিকট দোওয়াও করিতেন। সুতরাং এই সমস্ত বিস্তারিত অবস্থা সেই মহান শুভাকাঙ্খী মহাপুরুষের খেদমতে পৌঁছান হইত এবং তিনি নিজ ব্যক্তিগত প্রভাবাধীনে মুসলীম এবং অন্যান্য নিরপেক্ষ শুভাকাঙ্খী পত্রপত্রিকায় প্রকাশ করিতেন। সুতরাং উৎপিড়ীত কাশমীরবাসীদের বিবরণ দেশের সমস্ত পত্র পত্রিকায় প্রকাশ হইতে লাগিল। চারিদিকে হুলস্থুল পড়িয়া গেল। যেখানে সেখানে কেবল উৎপীড়িত কাশমীরবাসীদের উপর অত্যাচারের কাহিনী শুনা যাইতে লাগিল এবং কংগ্রেসী নেতৃবৃন্দও ইহার প্রভাব হইতে মুক্তি পাইলেন না।

অনুবাদক—চোধুরী শাহাবুদ্দিন আহ্‌মদ

(ক্রমশঃ)

মসিহ্ মাউদ (আঃ)-এর একটি ভবিষ্যদ্বাণী

আহ্‌মদ তৌফিক চৌধুরী

পবিত্র কোরআনে আল্লাহ্ আলীমুল গায়েব বলেনঃ

لا يظهر على غيبه احدا الا من ارتضى من رسول ٥

অর্থাৎ,—'গায়েবের সংবাদ একমাত্র রসুল ভিন্ন আর কাহাকেও জানান হয় না।' বিভিন্ন ধর্মগ্রন্থ আলোচনা করিলে আমরা জানিতে পারি যে, যুগে যুগে আগত নবী রসূলগণ অনাগতকাল সম্বন্ধে যে সকল ভবিষ্যদ্বাণী করিয়া গিয়াছিলেন, তাহা যথা সময়েই পূর্ণতা লাভ করিয়াছে এবং করিতেছে। মহানবী হযরত মোহাম্মাদ (সাঃ)-এর ভবিষ্যদ্বাণীগুলিও ইতিমধ্যে যথেষ্ট পরিমাণে পূর্ণ হইয়াছে এবং অবশিষ্টগুলি নির্দ্ধারিত সময়ে কিয়ামতকাল পর্যন্ত পূর্ণ হইতে থাকিবে। এই সকল ভবিষ্যদ্বাণী যুগে যুগে পূর্ণ হইয়া সর্বকালের মানুষের সম্মুখে আল্লাহ্‌র অস্তিত্বের জলন্ত প্রমাণ এবং নবীদের সত্যতা প্রকাশ করিয়াছে এবং অসংখ্য আদম সন্তানকে ঈমানের আবেহায়াত পান করাইয়াছে বর্তমান কালেও ইহার ব্যতিক্রম হয় নাই। উনবিংশ ও বিংশ শতাব্দীর সন্ধিক্ষণে আল্লাহ্‌তায়ালার প্রেরিত পুরুষ হযরত মির্জা গোলাম আহ্‌মদ (আঃ) আল্লাহ্ পাকের নিকট হইতে ওহী-ইলহাম লাভ করিয়া অসংখ্য ভবিষ্যদ্বাণী করিয়া গিয়াছেন।

ইতিমধ্যেই এই সকল ভবিষ্যদ্বাণীর মধ্যে সহস্র সহস্র ভবিষ্যদ্বাণী পূর্ণতা লাভ করিয়াছে। সত্য কথা বলিতে কি, প্রত্যেক সকাল মসিহ্ মাউদ (আঃ)-এর বিভিন্ন ভবিষ্যদ্বাণী পূর্ণতার সাক্ষ্য দিতেছে এবং প্রত্যেক সন্ধ্যা তাঁহার সাদাকাতের প্রমাণ বহন করিতেছে। এই সকল ভবিষ্যদ্বাণী 'তাজকেরা' নামক পুস্তকে লিপিবদ্ধ রহিয়াছে। এইখানে বর্ত্তমানের একটি বিশেষ ঘটনা সম্পর্কে 'তাজকেরার' ৫৩৯ পৃষ্ঠা হইতে একটি ভবিষ্যদ্বাণী উদ্ধৃত করিলাম।

আজ হইতে ষাট বৎসর পূর্বে অর্থাৎ ১৯০৫ সালের ২৯শে এপ্রিল তারিখে হযরত মসিহ্ মাউদ (আঃ) একটি রুইয়া দর্শন করেন। যাহা আজ আমাদের সম্মুখে পূর্ণ হইয়া তাঁহার দাবীর সত্যতার প্রমাণ ও আমাদের ঈমানকে আরও মজবুত করিতেছে। হযরত আকদস (আঃ) বলেন, 'রাত্র দুইটা বাজিতে সাত মিনিট বাকী ছিল, তখন আমি দেখিলাম যে একের পর এক জমিন দুলিতেছে। অতঃপর একটি প্রবল ধাক্কা লাগিল। আমি স্বপ্নাবস্থায়ই গৃহবাসী-দিগকে বলিলাম যে, 'উঠ ভূমিকম্প আসিয়াছে।' আর ইহাও বলিলাম যে, 'মোবারককে নাও।' এই স্বপ্নাবস্থায় ইহাও খেয়াল হইল যে. "শাস্ত্রীর ভবিষ্যদ্বাণী ভুল প্রতিপন্ন হইল।" এই ভবিষ্যদ্বাণীটি এতই স্পষ্ট যে, বর্তমানে ইহার কোন ব্যাখ্যারই প্রয়োজন করে না। পাক-ভারতের সাম্প্রতিক ঘটনাবলীকে সম্মুখে রাখিয়া নিম্নে বর্ণিত 'দৈনিক পাকিস্তান' পত্রিকার উদ্ধৃতিখানি পাঠ করিলেই পাঠকের নিকট এই ভবিষ্যদ্বাণীর সত্যতা স্পষ্ট হইয়া উঠিবে। দৈনিক পাকিস্তান বলেন, "যে হিটলারী বিক্রমে ভারতীয় প্রধান মন্ত্রী মিঃ লালবাহাদুর শাস্ত্রী পার্লামেন্টে ২৪ ঘণ্টার মধ্যে পাকিস্তান দখলের কথা দর্পভরে ঘোষণা করিয়াছিলেন, পাকিস্তানী বীর সেনা ও বিমান বাহিনীর দুর্বার আক্রমণে তাহা নস্যাৎ হইয়া গিয়াছে।" (রবিবার ১২ই সেপ্টেম্বর, ১৯৬৫।)

বিঃ দ্রঃ—১৯৬২ সালের ৩০শে জুন এবং ৩০শে অক্টোবর সংখ্যা 'আহ্‌মদীতে' প্রকাশিত হযরত মসিহ্ মাউদ (আঃ)-এর ও হযরত খলিফাতুল মসিহ্ সানি (আইঃ)-এর ভবিষ্যদ্বাণী দুইটি পাঠ করিবার জন্য পাঠককে আহ্বান জানাইতেছি। ইহাতে কাশ্মীর, পাকিস্তান, ভারত, আমেরিকা, রাশিয়া, চীন এবং কাদিয়ান সম্বন্ধে ভবিষ্যদ্বাণী রহিয়াছে। যাহার কোন কোন অংশ পূর্ণ হইয়াছে এবং অবশিষ্ট অংশ অবশ্যই পূর্ণ হইবে। ইনশাল্লাহ্।

★

আইয়্যাম-উস-সোলেহ্

মূল—হযরত মসিহ্ মাউদ (আঃ)
অনুবাদ—দৌলত খাঁ খাদিম (এড্‌ভোকেট)

একথা যেন স্মরণ থাকে, খোদাতায়ালার কৃপা এবং অনুগ্রহ তাঁহার আম্বিয়া (আঃ)-দের উপরে নানাপ্রকারে বর্ষিত হইয়া থাকে। কোন নবীর জ্ঞান এবং ব্যবহারগত পূর্ণতা কোন মাধ্যম ব্যতিরেকে হইয়া থাকে এবং কাহারও পূর্ণতার মধ্যে কোন কোন মাধ্যমও থাকে। সুতরাং আমাদের নবী (সাঃ)-এর জ্ঞানগত পূর্ণতা অপর কোন শিক্ষকের মধ্যবর্তিতা ব্যতীরেকে সম্পন্ন হইয়াছে, সেই কারণে মাহ্‌দী নামে অভিহিত হওয়া একটি বিশেষ অনুগ্রহ। সেই প্রকার আমলী (ব্যবহারগত) পূর্ণতাও কোন মাধ্যম ব্যতিরেকে

নিষ্পন্ন হইয়া আব্‌দ্-এর উপাধী লব্ধ হইল। কেননা, না, তাঁহার শিক্ষা কোন মানুষের মধ্যবর্তিতায় হইয়াছিল, এবং না, তাঁহার "আমলী" শক্তিনিচয় কোন সুসভ্য মজলিসের সাহচর্য্যে হইয়াছিল এবং সেই অকৃত্রিম মাহ্‌দুইয়্যাৎ-এর নামের কল্যাণে বহু রহস্য তত্ত্বজ্ঞান এবং সর্বাঙ্গ সুন্দর বাণী তাঁহাকে প্রদান করা হইয়াছে—এমন কি, কোরআন শরীফে এইরূপ তত্ত্ব-জ্ঞান, সূক্ষ্মতত্ত্ব জ্ঞান নিচয় এবং ঐশী-জ্ঞান-রাশি এবং যুক্তি সম্মত প্রমাণসমূহ উচ্চস্তরের বাগ্মিতাপূর্ণ প্রাঞ্জলভাষায় বর্ণিত হইয়াছে যে, তাহা পূর্ণাঙ্গ তত্ত্বজ্ঞান এবং বাগ্মিতার দিক দিয়া একটি উচ্চশ্রেণীর বিস্তার মো'জেজা (অলৌকিকাস্ত্র) সাব্যস্ত হইয়াছে যাহার তুলনা সৃষ্টি করা জিন ও ইন্‌সান (অর্থাৎ ছোট বড় সর্বপ্রকার মানুষের)-এর ক্ষমতা বহির্ভূত হইয়া পড়িয়াছে। সুতরাং যে পূর্ণতা আমাদের নবী (দঃ)-এর বৈশিষ্ট ছিল, তাহা হইল মাহ্‌দুইয়্যাৎ এবং উবুদিয়্যৎ। তাঁহার মাহ্‌দুইয়্যাতের প্রভাবে বর্তমানকালে সাধারণভাবে হেদায়েৎ প্রাপ্তির চিন্তার সৃষ্টি হইয়াছে এবং মনুষ্য-হৃদয় স্বয়ংক্রিয়ভাবে খোদার প্রতি মনোযোগী হইয়াছে। "মাহ্‌দুইয়্যাৎ" অর্থে ঐ সমস্ত অসীম ঐশী জ্ঞান এবং দার্শনিক তত্ত্ব এবং জ্ঞান-মূলক অনুগ্রহ বুঝায় যাহা আঁ-হযরত (দঃ)-কে কোন মানুষের মধ্যবর্তিতা ব্যতিরেকে ধর্মনৈতিক জ্ঞান সম্বন্ধে শিখানো হইয়াছিল যাহা আঁ-হযরত (দঃ) এর মো'জেজাগুলির মধ্যে প্রথম শ্রেণীর মো'জেজা বিশেষ। * যাহার বদৌলতে সংখ্যাতীত মানুষ ঈমান ও আমলের পূর্ণতা সাধন করিয়া সম্পূর্ণ তত্ত্ব-জ্ঞানের উচ্চ মিনারে আরোহণ করিয়াছেন এবং পূর্ণ আরেফ (তত্ত্বজ্ঞানী) হইয়া গিয়াছেন।

মুসলমানগণ যদি এই কথার গর্ব করে তবে ঠিকই হইবে, কেননা নবী করীম এবং আল্লাহ্‌র কিতাব কোরাণ শরীফ দ্বারা যেরূপ রহস্য, জ্ঞান এবং বিষয়াবলী জানা গিয়াছে তাহার নজীর আর কোন নবীর উম্মতে নাই। উবুদিয়্যৎ দ্বারা সেই নিয়ম শৃঙ্খলানুবর্তিতা, পূর্ণ সামঞ্জস্য, সন্তোষ, বিশ্বস্ততা এবং দৃঢ় সঙ্কল্পতা বুঝায় যাহা খোদাতায়ালার বিশেষ প্রভাবে আঁ-হযরত (দঃ)-এর মধ্যে সৃষ্ট হইয়াছিল যাহার ফলে তিনি সেই রাস্তা-সদৃশ হইয়া পড়িলেন যাহা পরিষ্কার করা হয়, মোলায়েম করা হয় এবং সোজা করা হয়। এই সেই আদর্শ যাহার অনুসরণ করিয়া অগণিত মানুষ পূর্ণ দৃঢ়-সঙ্কল্পতা পর্যন্ত পৌঁছিয়াছেন। মোটের উপর এই দুই পূর্ণগুণ আমাদের নবী (দঃ)-এর মধ্যে বিরাজমান ছিল যাহা সাধারণ হেদায়েত (পথ নির্দেশ), ঈমানের শক্তি এবং দৃঢ় সঙ্কল্পতার কারণ হইয়াছিল। যেরূপে তিনি খোদাতায়ালার নিকট হইতে মাহ্‌দী এবং আরফের উপাধী লাভ করিয়াছিলেন যাহার বিস্তৃত ব্যাখ্যা এই মাত্র করা হইয়াছে, সেইরূপ হযরত ঈসা (আঃ)-ও "রুহুল্লাহ্‌" উপাধি লাভ করিয়াছিলেন। যখন আল্লাহতায়ালা তাঁহাকে এই উপাধিদান করিলেন তখন খোদা তাঁহাকে ঐ সমস্ত

* আঁ-হযরত (দঃ)-এর পিতামাতার কাছে মাতৃভাষা শিক্ষা করিবারও সুযোগ হয় নাই। কেননা তাঁহার ছয় মাস (বছরের) বয়সের সময় পর্যন্ত দুই জনই মৃত্যু লাভ করিয়াছিলেন। সুতরাং এই ঘটনার মধ্যেও মাহ্‌দুইয়্যাতের মর্যাদার এক রহস্য নিহিত আছে; অর্থাৎ—ভাষা শিখিবার জন্যও যে ব্যক্তির স্বীয় পিতামাতার শিক্ষা জুটল না, কোন আরব সন্তানের মধ্যে যার তুলনা হয় না, তাঁহার এই বাগ্মিতা সেই ব্যাপার যাহাতে এই কথা স্পষ্ট প্রতীত হয় যে, যেহেতু খোদাতায়ালা আঁ-হযরত (দঃ)-এর মধ্যে মাহ্‌দুইয়্যাৎ-এর মর্য্যাদা নিহিত করিয়া রাখিয়াছিলেন সেইহেতু মানবশিক্ষার প্রথম ধাপস্বরূপ ভাষা-জ্ঞানের ব্যাপারে তাঁহাকে কোন মানুষের নিকট ঋণী করিলেন না।

আশিসে পূর্ণ করিয়া দিলেন যাহাতে তাঁহার দোওয়া দ্বারা পৃথিবীর বস্তুতান্ত্রিক উপকার সাধিত হইল। এই সমস্ত উপকার অধিকাংশ সাংসারিক ছিল। যথা তাঁহার দোওয়ায় মানুষের রোগ মুক্তি অথবা মসিহ্‌র প্রার্থনার ফলে তাহাদের অভাব এবং কষ্টের নিরসন অথবা তাঁহার দোওয়ায় শত্রুদের বিরুদ্ধে বিজয় লাভ অথবা পানাহারের বস্তুনিচয় আশিস সৃষ্টি হওয়া। কিন্তু সেই সমস্ত আশিস সেই সমস্ত জ্ঞান-মূলক, আধ্যাত্মিক, অবিনশ্বর এবং ইমান মূলক আশিসের তুলনায় কিছুই নহে যাহা আঁ-হযরত (দঃ)-এর মারফতে পৃথিবী লাভ করিয়াছে। আমরা এই কথা বলি না যে, হযরত মসিহ্‌ তাঁহার উম্মতকে সেই সমস্ত আধ্যাত্মিক, অবিনশ্বর এবং ইমান মূলক আশিসের কোন অংশ দান করেন নাই এবং এই কথাও বলিনা যে, আঁ-হযরত (দঃ) তাঁহার উম্মতকে সেই সমস্ত শারীরিক আশিস হইতে বঞ্চিত করিয়াছেন। বরং এই কথার তাৎপর্য এই যে, হযরত মসিহ্‌র মধ্যে শারীরিক এবং নশ্বর আশিস সমূহের আধিক্য ছিল এবং আধ্যাত্মিক, ইমান-মূলক এবং স্থায়ী আশিস পৃথিবী তাঁহার নিকট হইতে খুব কমই পাইয়াছে। সেই কারণে খোদাতায়ালাকেও বলিতে হইল, "নিজের অনুসারীদিগকে তুমিই কি শিরক (পৌত্তলিকতা) শিক্ষা দিয়াছ?" এইরূপে আমাদের নবী (দঃ)-কে স্থায়ী আধ্যাত্মিক আশিস প্রচুর দেওয়া হইয়াছে এবং আধ্যাত্মিক আশিসের তুলনায় শারীরিক আশিস কম দেওয়া হইয়াছে। কেননা আধ্যাত্মিক আশিসগুলি ছিল যেন অগণিত।

এক্ষণে মোদ্দা কথা এই যে, ভবিষ্যদ্বাণী নিচয়ের মধ্যে আগমনকারী সম্বন্ধে লিখিত হইয়াছে যে, তিনি শারীরিক এবং আধ্যাত্মিক দুই প্রকার আশিসই লাভ করিবেন। এইজন্য ইঙ্গিত করা হইয়াছিল যে, আধ্যাত্মিক এবং অবিনশ্বর আশিস সমূহ যাহা পূর্ণ হেদায়েত (পথনির্দ্দেশ) এবং ইমানের বল প্রদান এবং তত্ত্বজ্ঞান এবং ঐশী রহস্য সমূহ এবং দার্শনিকজ্ঞানরাজি শিখানো বুঝায়, এইগুলি প্রাপ্ত হওয়ার ফলে তিনি মাহদী নামে অভিহিত হইবেন এবং ঐ সমস্ত আশিস তিনি লাভ করিবেন মোহাম্মাদিয়া অনুগ্রহ রাজির প্রস্রবন হইতে। কেননা পার্থিব মাধ্যমের মিশ্রণহীন বিশুদ্ধ মাহ্‌দুইয়্যাৎ হযরত মোহাম্মাদ (সাঃ)-এর বটে। *

সেইজন্য সেইদিক দিয়া খোদার নিকটে সেই (মোজাদ্দেদের নাম আহ্‌মদ এবং মোহাম্মাদ হইবে। আর এই ইঙ্গিতও করা হইয়াছিল যে, যে সমস্ত শারীরিক এবং নশ্বর অর্থাৎ সাংসারিক আশিস রাজি চিরস্থায়ী হয় না এবং যাহা দ্বারা এই বুঝায় যে, বন্ধুবর্গ, দরিদ্র এবং অসহায় ব্যক্তিবর্গ এবং (আল্লাহ্‌র দিকে) প্রত্যাবর্ত্তন-কারীগণ সম্বন্ধে তাহাদের স্বাস্থ্য, সুখ অথবা সফলতা এবং শান্তি অথবা অভাব-অনটন হইতে মুক্তিও নিরাপত্তা সম্বন্ধে বরকত (আশিস) প্রদান করা এবং অত্যাচারী হিংস্র ব্যক্তিদের সম্বন্ধে তাহাদের ধ্বংস এবং বিনাশ সম্বন্ধে যাহা বস্তুতঃ দরিদ্র এবং পুণ্যবাণদের সম্বন্ধে বরকত বিশেষ,

* আমি লিখিয়াছি যে, অপরাপর নবীগণ ধর্মনৈতিকজ্ঞান বা শুধু বিদ্যা, যাহা ধর্মনৈতিক জ্ঞানের চাবি বিশেষ মানুষের মধ্যবর্তিতায়ও লাভ করিয়াছেন। হযরত মুসা ফেরাউনের শিক্ষার (ব্যবস্থার) অধীনে মিশরের পাঠ-শালায় পাঠ করিয়াছিলেন এবং প্রচলিত জ্ঞানলাভ করিয়াছিলেন। এইরূপে হযরত ইসা (আঃ) সমগ্র তৌরাত গ্রন্থ একজন ইহুদী শিক্ষকের নিকট পাঠ করিয়াছিলেন। কিন্তু এই যে বিশুদ্ধ মাহদুইয়্যাৎ যে মানুষের নিকটে একটি অক্ষর পড়েন নাই অবশেষে খোদা-ই اِقْرَأْ (পাঠকর) বলিলেন; আমাদের নবী (সাঃ) ব্যতীত আর কোন নবীর ভাগ্যে জুটে নাই। এই কারণেই তিনি পূর্ববর্ত্তী ধর্ম-গ্রন্থ সমূহ এবং কোরআনে নবীয়ে উম্মী (নিরক্ষর নবী) নামে অবহিত হইয়াছেন।

আল্লাহ্‌র ক্রোধের সুসংবাদদান করা যেরূপ হযরত মসিহ্‌ ইহুদীদের বিনাশ সম্বন্ধে সুসংবাদ দিয়াছিলেন। এই সমস্ত বরকত দান করা সম্পর্কে এবং অধিকন্তু ঐ সমস্ত পার্থিব বরকতের দিক দিয়াও যে এই যুগে মানুষদের জীবনে বহু সুখ-সাচ্ছন্দ্যের উপায় সৃষ্টি হইয়া যাইবে, তিনি ইসা ইবনে মরিয়ম নামে অভিহিত হইবেন। কেননা, উচুদরের এবং অধিক সংখ্যক যে সমস্ত আশিস হযরত মসিহ্‌কে দান করা হইয়াছিল, সেইগুলি এই। সেইজন্য আখেরী ইমামের জন্য সেই সমস্ত আশীসের উৎপত্তিস্থল হযরত মসিহ্‌কে সাব্যস্ত করা হইয়াছে আর যেহেতু খৃষ্টিয়তত্ব ইহাই সেইহেতু এই তত্ত্ব লাভকারীর নাম ইসা ইব্‌নে মরিয়ম সাব্যস্ত হইয়াছে যেরূপ মোহাম্মাদীয় তত্ত্বরূপী মাহ্‌দুইয়্যাতের দিক দিয়া তাঁহার নাম মাহ্‌দী রাখা হইয়াছে। এই কারণেই যেস্থলে বারাহীনে আহ্‌মদীয়ার মধ্যে রহস্য এবং জ্ঞানের দান সম্বন্ধে এই অধম সম্বন্ধে উল্লেখ হইয়াছে, সেস্থলে আহ্‌মদ নামে স্মরণ করা হইয়াছে। যেমন বলা হইয়াছে ঃ—

یا احمد فضت الرحمة علی شفتیك ـ

এবং পৃথিবীর আশিস রাজির উল্লেখ করা হইয়াছে সেস্থলে ইসা নামে ডাকা হইয়াছে। যথা বারাহীন আহমদীয়াতে আমার এলহামে বলা হইয়াছে ঃ- -

یا عیسی انی متو فیك ورافعو الی
ومطهرك من الذین کفروا وجاعل الذین الودء
فوق الذین کفروا الی یوم القیامة O

(অনুবাদ ঃ- হে ঈসা! আমি তোমাকে মৃত্যু দান করিব এবং তোমাকে আমার দিকে উঠাইব এবং কাফেরদের অপবাদ হইতে তোমাকে পবিত্র করিব এবং তোমার অনুবর্তীদিগকে যাহারা তোমাতে অবিশ্বাস করে তাহাদের উপর কেয়ামতের (শেষ বিচারের) দিন পর্যন্ত প্রাধান্য দিব।—অনুবাদক) এইরূপ সেই এলহাম যাহাতে বলা হইয়াছে ঃ— "আমি তোমাকে আশিস দান করিব এমনকি বাদশাহ তোমার বস্ত্র হইতে আশিস অনুসন্ধান করিবে।" মাহ্‌দী এবং ঈসা নামের এই সেই রহস্য যাহা আল্লাহ্‌র বাণীতে আমার নিকটে উদ্‌ঘাটিত হইয়াছে এবং তাহা সোমবার দিবস এবং সফর মাসের তের তারিখ, ১৩১৬ হিজরী ছিল এবং খ্রীষ্টিয় ১৮৯৮ সালের ৪ঠা জুলাই ছিল যখন এই এলহাম হইয়াছিল এবং সেই অনুসারেই আমি সেই কথা প্রাপ্ত হইয়াছি যাহা ইতিহাসে লিখিত আছে এবং হুজাজুল কেরামাতেও ইহার উল্লেখ হইয়াছে যে, প্রতিশ্রুত মাহ্‌দীর শরীর দুই অংশে বিভক্ত হইবে। অর্ধেক অংশ আরব হইবে এবং অর্ধেক অংশ ইস্রাইলীয় হইবে। ইহা সেই সাধারণ বিষয়ের প্রতি ইঙ্গিত বিশেষ এবং ইহার উদ্দেশ্য মাত্র এই ছিল যে, ঐ ব্যক্তি কতকটা তো ঈসা (আঃ)-এর গুণাবলীর উত্তরাধিকারী এবং কতকটা মোহাম্মাদী গুণাবলীর উত্তরাধিকারী হইবেন। فتدبر অতএব চিন্তা কর।

আর যেরূপ কোন কোন গুণের দিক দিয়া প্রতিশ্রুত ইমামের নাম আহ্‌মদ এবং মোহাম্মাদ রাখা হইয়াছে, সেইরূপ কোন কোন অন্যান্য গুণের দিক দিয়া ইসা এবং মসিহ্‌ ইব্‌নে মরিয়ম রাখা হইয়াছে। এক্ষণে একথা স্পষ্টই প্রতীত হয় যে, আহ্‌মদ নামের ফলে কেহ ইহা ধারণা করিতে পারে না যে, বস্তুতঃ আঁ-হযরত (দঃ) দ্বিতীয়বার আগমন করিবেন। সেই ইসা নাম হইতে এইরূপ ধারণা করা যে, ইসা (আঃ) দ্বিতীয়বার পৃথিবীতে আগমন করিবেন ইহাও এক ভ্রান্তি যাহা এই ভবিষ্যদ্বাণীর সারমর্মে উপলব্ধি না করার ফলে সৃষ্ট হইয়াছে। প্রকৃততত্ত্ব এই যে, দুই নামেই বরুজী (রূপক) প্রকাশের প্রতিই ইঙ্গিত করা হইয়াছে। কারণ প্রতিশ্রুত ব্যক্তির নাম আহ্‌মদ রাখিয়া সঙ্গে সঙ্গে আঁ-হযরত (দঃ) বলিয়াছেন যে, তাহার গুণ ও আকৃতি আমার গুণ ও আকৃতি সদৃশ হইবে। বরুজী জুহুর (রূপক প্রকাশ)-এর প্রতি ইঙ্গিত করিবার

তাৎপর্য ইহাই, অর্থাৎ তিনি আহ্‌মদীয়া গুণাবলীর দিক দিয়া আহ্‌মদ বলিয়া অভিহিত হইবেন। এই রূপে প্রতিশ্রুত ব্যক্তির নাম ইসা রাখিয়া আবার তাঁহার সম্বন্ধে বোখারী এবং মুসলিমে উল্লিখিত امامكم منكم এবং امكم امامكم (তোমাদের মধ্য হইতে তোমাদের ইমাম এবং তোমাদের মধ্য হইতে তোমাদের —অনুবাদক) বলিয়া দিয়া স্পষ্টই বলা হইল যে, ইসা দ্বারা আসল ইসাকে বুঝায় না বরং এই ব্যক্তি উম্মত হইতে হইবেন। হাদিসের শব্দাবলীর মধ্যে ইহা নাই যে, প্রথমে সেই ব্যক্তি নবী হইবেন এবং তারপর উম্মতী হইয়া যাইবেন। যদি হাদিসের মর্ম ইহাই হইত তবে এইরূপ বলা উচিত ছিল।

امامكم الذي سيصير منكم و من امتي بعد نبوة

অর্থাৎ—তোমাদের ইমাম নবুওয়াতের পর আবার তোমাদের মধ্য হইতে এবং আমার উম্মতের মধ্য হইতে হইবেন।

এই কারণেই বোখারীর হাদিস সমূহে যাহা অন্যান্য হাদিসের তুলনায় অনেক বেশী সহি এবং নেহায়েত গবেষণার পরে লিপিবদ্ধ হইয়াছে, আগমণকারী মসিহের আকৃতি এবং আল্লাহ্‌র রসুল হযরত ইসা (আঃ)-এর আকৃতির মধ্যে পার্থক্য দেখান হইয়াছে। অর্থাৎ—হযরত ইসার আকৃতি ভিন্ন বলিয়া লিখিত হইয়াছে যাহাতে তাঁহাকে শ্বেতবর্ণ বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে এবং আগমনকারী মসিহ্‌কে গেধুমবর্ণ এবং আমার আকৃতির মত বর্ণনা করা হইয়াছে।

এক্ষণে ইহা অপেক্ষা অধিকতর বিষদ বিবরণ খোদার পয়গম্বর (সাঃ) আর কি দিতেন। তিনি আগমণকারী এবং গতায়ু মসিহের দুই আকৃতি বর্ণনা করিয়াছেন। যেন লোক বিভ্রান্ত না হয়। এই প্রকারে তিনি لا نبي بعدي বলিয়া কোন নূতন নবী বা পুরাতন নবীর দ্বিতীয় বার আগমণ একেবারে বন্ধ করিয়া দিয়াছেন। তারপর তিনি كما قال العبد الصالح বলিয়া স্পষ্ট বলিয়া দিলেন যে, ইসা ইব্‌নে মরিয়ম মৃত্যুলাভ করিয়াছেন। আবার তিনি الآيات بعد المائتين বলিয়া প্রতিশ্রুত মাহ্‌দীর আগমণকে ত্রয়োদশ শতাব্দীতে সাব্যস্ত করিয়াছেন। তারপর তিনি প্রতিশ্রুত মসিহ্‌কে শতাব্দীর প্রথমভাগে আগমণকারী বলিয়াছেন। তারপর তিনি لا المهدي الا عيسى বলিয়া ইসা ও মসিহ একই ব্যক্তি বলিয়া সাব্যস্ত করিলেন। তারপর তিনি امامكم منكم এবং امكم منكم বলিয়া স্পষ্টভাবে বলিয়া দিলেন যে, আগমণকারী ইসা ইব্‌নে মরিয়ম দ্বারা মাত্র একজন উম্মতী বুঝায়। এইরূপে তিনি হযরত ইসা (আঃ)-এর বয়স একশত বিশ বৎসর বলিয়া দিয়া তাঁহার মৃত্যুর প্রকৃত সারবত্তা উদ্ঘাটন করিয়া দিলেন। তারপর তিনি আগমণকারী মসিহের যুগকে ইয়াজুজ মাজুজের প্রাদুর্ভাবের যুগ বলিয়া সাব্যস্ত করিয়া দিলেন এবং ইয়াজুজ-মাজুজ হইল ইউরোপের খৃষ্টানগণ। কেননা এই শব্দ اجيج শব্দ হইতে নির্গত হইয়াছে—যাহার অর্থ হইল অগ্নিস্ফুলিঙ্গ। ইহাতে এই ইঙ্গিত নিহিত আছে যে, ঐ সমস্ত লোক অগ্নিদ্বারা প্রভৃত কার্য করিবে এবং তাহাদের যুদ্ধ-সমূহ আগ্নেয়াস্ত্র দ্বারা হইবে এবং তাহাদের জাহাজ এবং তাহাদের সহস্র সহস্র কলকারখানা অগ্নিদ্বারা পরিচালিত হইবে। তারপর তিনি বলিয়াছেন যে, আমি মে'রাজের রাত্রিতে ইসা ইব্‌নে মরিয়মকে মৃত ব্যক্তিদের মধ্যে (দেখিতে) পাইলাম অর্থাৎ হযরত ইয়াহিয়ার নিকটে দ্বিতীয় আকাশে। তিনি ইহাও বলিয়াছেন যে, প্রতিশ্রুত মসিহ্‌ খৃষ্টধর্মের প্রাবল্যের সময় আগমন করিবেন এবং খ্রীষ্টীয় শক্তির ধ্বংস-সাধন করিবেন। তিনি ইহাও বলিয়াছেন যে, সেই সময় উষ্ট্র অকেজো হইয়া যাইবে এবং ইহাতে রেলগাড়ীর প্রতি ইঙ্গিত নিহিত ছিল যেমন কোরাণ শরিফেও আছে, واذا العشار عطلت

[অর্থ—এবং যখন উষ্ট্র পরিত্যক্ত হইবে - অনুবাদক]

তাঁহার মর্য্যাদাশীল আহ্‌লে বয়েত হইতেও বর্ণিত আছে যে, সেই সময় রমজান মাসে চন্দ্রগ্রহণ ও সূর্য্য

গ্রহণ হইবে। আর ইহাও বর্ণিত আছে যে, সেই সময় প্লেগের প্রাদুর্ভাব হইবে এবং ইহা বর্ণিত আছে যে, স্বর্গেও একটি লক্ষণ দেখা দিবে। অর্থাৎ—একটি ভয়ঙ্কর গ্রহণ লাগিবে এবং ইহাও বর্ণিত আছে যে, হজ্ব বন্ধ করা হইবে এবং ইহাও বর্ণিত আছে যে, সেই সময় এক অগ্নি বাহির হইবে এবং বহুদিন পর্য্যন্ত ইহার লোহিত শিখা থাকিবে! ইহা ছিল যবদ্বীপের অগ্নি যেমন হুজাজুল কেরামা নামক গ্রন্থে এইকথা মানিয়া লওয়া হইয়াছে যে, সেই ভবিষ্যবাণী পূর্ণ হইয়াছে।

(পৃষ্ঠা-১৫৪—১৭৫)

(ক্রমশঃ)

★

চলতি দুনিয়ার হালচাল

মোহাম্মদ মোস্তফা আলী

সাবাস পাকিস্তানি!

বর্তমান জরুরী অবস্থায় দেশ এক জীবন মরণ সমস্যার সম্মুখীন হয়েছিল। অস্ত্র বিরতির দরুণ অবস্থার কিছুটা পরিবর্তন হয়েছে এবং এটাকে প্রেসিডেন্ট ফিল্ড মার্শাল মোহাম্মদ আইয়ুব খান আমাদের উদ্দেশ্য হাসেলের এক নতুন ধাপ বলে উল্লেখ করেছেন। যুদ্ধাবস্থায় পাকিস্তানিরা জাতীয়তা ও ঐক্য বোধের যে জলন্ত ও উজ্জল দৃষ্টান্ত তুলে ধরেছেন তা দুনিয়ার ইতিহাসে অতি বিরল। এই নিয়ে বিস্তারিত আলোচনায় না গিয়ে আজকে শুধু একটি বিষয়ের দিকেই দেশবাসির দৃষ্টি আকর্ষণ করছি।

ইস্‌লামের নামে, ইস্‌লামি আদর্শকে ব্যক্তি ও সমষ্টি জীবনে রূপ দিবার অঙ্গীকার নিয়েই এই অধর্ম ও তথাকথিত ধর্ম নিরপেক্ষতার প্রবল স্রোতের যুগে পাকিস্তানের জন্ম হয়েছে। ইহার মধ্যে আল্লার রহমতের ছায়া রয়েছে। বস্তুতঃ বর্তমান যুদ্ধ পাকিস্তানের উপর আল্লাহ্‌র রহমতের সুস্পষ্ট নিদর্শন বহন করে এনেছে। আমাদের প্রেসিডেণ্ট হিন্দুস্থানি হামলার বিরুদ্ধে রুখে দাড়াতে জাতিকে কলেমা লা-ইলাহা ইল্লাহ বলেই আহ্বান জানিয়েছিলেন। আল্লাহ্‌র রহমত না হ'লে পাকিস্তানি সৈন্যরা সংখ্যায় অতি অল্প হয়েও হিন্দুস্থানি বাহিনীকে এমনভাবে নাস্তানাবুদ করতে সমর্থ হত না। সত্য ও ন্যায়ের লড়াইয়ে আল্লাহ্‌র আশিস সব সময়েই নেমে আসে।

তাছাড়া আমাদের মধ্যে অনেকেই ইসলামের শিক্ষা হতে দূরে সরে গিয়ে নানা ইজমের মধ্যে গা ভাসিয়ে দিয়েছিলেন। কিন্তু তারা এখন দিব্য চোখে দেখতে পেয়েছেন যে, দেশের দুর্দিনে, জাতির সংকট মুহূর্তে ইস্‌লামি আদর্শ ছাড়া আর কোন কিছুই কাজে আসে না!

সুতরাং ইস্‌লামি আদর্শকে যদি আমরা জীবনের প্রতিক্ষেত্রে রূপায়ণে বদ্ধপরিকর হই তবে আল্লাহ্‌র ফজলে কোন অশুভ শক্তিই আমাদের পথে দাড়াতে পারবে না। ইমান ও আমল দ্বারা চলুন আমরা এমন জাতি গড়ে তুলি যাতে আবার দুনিয়াতে ইস্‌লাম সুপ্রতিষ্ঠিত হয়। বর্তমান বিজয়ের এটাই হলো আমাদের সবচেয়ে বড় দীক্ষা।

★

বিশ্ব মুসলিম ঐক্য জিন্দাবাদ

আবু আহমদ গোলাম আম্বিয়া

অধিকৃত কাশ্মীরের চল্লিশ লক্ষ নিপীড়িত মুসলিম নর-নারী এবং ভারতীয় বর্বর হামলায় শিকার দশ কোটি পাকিস্তানি ভাইয়ের আকুল আহ্বানে আজ বিশ্ব-মুসলিমের প্রাণে প্রাণে অপূর্ব সাড়া জাগিয়াছে।

বিশ্বের মুসলিম রাষ্ট্র সমূহ আজ দ্বিধাহীন চিত্তে তাহাদের কাশ্মীরি এবং পাকিস্তানি ভাইদের পশ্চাতে দৃঢ়ভাবে দণ্ডায়মান হইয়াছে।

পাকিস্তানের পাক-ভূমিতে বর্বর ভারতীয়দের হামলার পরক্ষণেই ইন্দোনেশিয়ার প্রেসিডেন্ট ডাঃ আহমদ সুকর্ণ পাকিস্তানের প্রতি তাঁহার বলিষ্ঠ সমর্থনের কথা ঘোষণা করিয়াছেন। সমগ্র ইন্দোনেশিয়ার জনসাধারণ তাহাদের মুসলমান ভাইদের দুর্দিনে তাহাদের জান মাল দিয়া সাহায্যের জন্য প্রস্তুত হইয়াছেন। বিক্ষুব্ধ এগার কোটি ইন্দোনেসীয় মুসলমান তাহাদের মজলুম ভাইদের প্রতিশোধ গ্রহণের উদ্দেশ্যে দৃঢ় শপথ গ্রহণ করিয়াছেন। তাঁহাদের রুদ্র রোষে জাকার্তাস্থ ভারতীয় দূতাবাস এবং এয়ার ইণ্ডিয়ার অফিস উড়িয়া গিয়াছে। ইন্দোনেশিয়ার নব্বই লক্ষ প্রাক্তন সৈনিক ভারতীয় হানাদারদের সমুচিত শাস্তিদানের জন্য পাকিস্তানের স্বপক্ষে জেহাদের আগ্রহ প্রকাশ করিয়াছেন।

ইন্দোনেশিয়ার সমর্থনের পরক্ষণেই ইরান, তুরস্ক, সউদী আরব, ইরাক, আলজিরিয়া এবং জর্দান ভারতীয় হানাদারদের মোকাবেলার উদ্দেশ্যে তাহাদের পাকিস্তানি মুসলিম ভাইদের প্রতি সর্বাত্মক সমর্থনের কথা বজ্রকণ্ঠে ঘোষণা করিয়াছেন। তুরস্কের হাজার হাজার ছাত্র তাহাদের পাকিস্তানী মুসলিম ভাইদের সহিত জেহাদে অংশ গ্রহণের আগ্রহ প্রকাশ করিয়াছেন। তাঁহারা স্পষ্টভাবে জানাইয়া দিয়াছেন যে, প্রয়োজন হইলে তুরস্কের জঙ্গী বিমান কাশ্মীর উপত্যকা পর্যন্ত ধাওয়া করিতে পারে। তুরস্কের হাজার হাজার তরুণ তরুণী এক সংগে তুর্কী ও পাকিস্তানি পতাকা বহন করিয়া পাকিস্তানকে সর্ব-প্রকার সাহায্যদানের জন্য তাঁহাদের সরকারের প্রতি আবেদন জানাইয়াছেন। পাকিস্তানের উপর ভারতীয় নগ্ন হামলার প্রতিবাদে তাহাদের বিক্ষোভ মিসিল হইতে উত্থিত 'পাকিস্তান জিন্দাবাদ', 'ভারতীয় সাম্রাজ্যবাদ নিপাত যাক' প্রভৃতি ধ্বনি তুরস্কের পথ প্রান্তরকে মুখরিত করিয়া তুলিয়াছে। ইরানের জন-সাধারণও তাঁহাদের পাকিস্তানি মুসলমান ভাইদের দুর্দিনে নিশ্চুপ বসিয়া থাকেন নাই। ইরানের পুষ্প সুশোভিত বিথিকে প্রকম্পিত করিয়া হাজার হাজার ছাত্র জনতা কাপুরুষ ভারতীয় হানাদারদের নির্মূলের জন্য বজ্র কঠিন শপথ গ্রহণ করিয়াছে। সউদী আরবের মুসলমানরা দ্বিধাহীন চিত্তে পাকিস্তানের স্বপক্ষে জেহাদের আগ্রহ প্রকাশ করিয়াছেন। মক্কার পবিত্র কাবা এবং মদিনার মসজিদে মসজিদে কাশ্মীরি ও পাকিস্তানি মুসলমানদের সাফল্য কামনা করিয়া বিশেষ মোনাজাত করা হইয়াছে।

ইরাকের জনসাধারণও একই ভাবে তাহাদের পাকিস্তানি মুসলিম ভ্রাতাদের স্বপক্ষে তাহাদের সমর্থনের ধ্বনি তুলিয়াছেন।

কায়ারোংকাতে অনুষ্ঠিত আরব রাষ্ট্রপ্রধানদের সম্মেলনের এক প্রস্তাবে কাশ্মীর সমস্যা সমাধানের মাধ্যমে পাকিস্তানের সহিত অবিলম্বে সকল বিবাদ মিটাইয়া ফেলিবার জন্য ভারত সরকারকে সতর্ক করিয়া দেওয়া হইয়াছে। আলজিরিয়ার বীর মুসলিমরাও আজ তাহাদের মুসলিম ভাইদের দুর্দিনে

চুপ করিয়া বসিয়া থাকেন নাই। তাহারা অযুত কণ্ঠে পাকিস্তানের সমর্থনে ধ্বনি তুলিয়াছেন।

এক কথায় সমগ্র বিশ্ব মুসলিম আজ জাগিয়া উঠিয়াছে। ইসলাম এক অজেয় ও দুর্বার শক্তি। ইহার তৌহিদ মন্ত্রে দীক্ষিত স্বল্প সংখ্যক লোক একদিন সমগ্র পৃথিবীকে শাসন করিয়াছেন।

ইসলামের বীর সেনানীদের অগ্রাভিযানকে দুনিয়ার কোন শক্তিই প্রতিরোধ করিতে পারে নাই। ঈমানের তেজে তেজিয়ান মাত্র দেড় সহস্র মোজাহিদ দেড় লক্ষাধিক কাফের সৈন্যকে পর্যুদস্ত ও ছিন্ন ভিন্ন করিয়া দিয়াছে, ইতিহাস আজও গৌরবের সহিত এই সাক্ষ্য বহণ করিতেছে। আজ বিশ্বের প্রান্তে প্রান্তে তৌহিদের বাণীতে বিশ্বাসী মুসলমানের প্রাণে প্রাণে যে বিপুল সাড়া জাগিয়াছে, আজ পূর্ব ও পশ্চিমে ঈমানের যে মহাপ্লাবন উদ্বেলিত হইয়া উঠিয়াছে ইহার পরিণাম অতি সুদূর প্রসারি, অতি আশাপ্রদ। বিশ্বের ষাট কোটি মুসলিমের কণ্ঠে আজ "আল্লাহু আকবর" এবং "লা ইলাহা মোহাম্মাদুর রসুলুল্লাহ" যে উদাত্ত ধ্বনি নিনাদিত হইয়া উঠিয়াছে তাহাতে কেবল ভারত কেন সমগ্র বিশ্বই শিহরিয়া উঠিয়াছে। দীর্ঘ অমানিশার অবসানে সুপ্তোথিত বিশ্ব মুসলিম জাগিয়া উঠিয়া আজ উদাত্তকণ্ঠে "লা-শরিকের মন্ত্র" উচ্চারন করিতেছে। বিশ্বের সকল সাম্রাজ্যবাদ বিশ্বমুসলিমের ঐক্য দর্শনে ভীত হইয়া পড়িয়াছে। মার্কিণ এবং বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদ পকিস্তানের সমর্থন হইতে তুরস্ক ও ইরানকে বিরত করিবার উদ্দেশ্যে অনেক প্রলোভন দেখাইয়াছে; কিন্তু তাহারা অবিচলিত কণ্ঠে জানাইয়াছেন যে, কোন স্বার্থের বিনিময়েই তাঁহারা তাঁহাদের ভাইদের সমর্থন হইতে বিরত থাকিতে পারেন না।

আজ বিশ্বমুসলিম এক মহা-বিজয়ের যুগ সন্ধিক্ষণে সমুপস্থিত। যুগ যুগ ব্যাপী পথপ্রান্ত বিশ্ব মুসলিম তাহাদের ঐক্যের পথকে খুজিয়া পাইয়াছে। আরব আজমের মিলিত স্রোত আজ তরঙ্গের পর তরঙ্গ তুলিয়া দুর্বার গতিতে ছুটিয়া চলিয়াছে। বিশ্ব মুসলিমের এই মিলিত ধারাকে আজ আর রোধ করা যাইবে না। সেইদিন আর বেশী দূরে নয়, যেদিন ঐক্যবদ্ধ মুসলিম শক্তি বিশ্বে এক মহাশক্তি হিসাবে উহার আসনকে সুপ্রতিষ্ঠিত করিবে। ইনসাল্লাহ! আমরা আকুল আগ্রহে সেই দিনের অপেক্ষা করিতেছি।

★

পাক্ষিক আহ্‌মদী পত্রিকার গ্রাহকদিগকে অনুরোধ জানান যাইতেছে যে, যাহাদের চাঁদা বাকী আছে তাঁহারা যেন অবিলম্বে চাঁদা পরিশোধ করেন।

—ম্যানেজার

সংবাদ

হযরত খলিফাতুল মসিহ্ সানিঃ (আইঃ)-এর স্বাস্থ্য আল্লাহ্‌র ফজলে অনেকটা ভাল। বন্ধুবর্গ হযরত সাহেবের পূর্ণ স্বাস্থ্য কামনা করিয়া আল্লাহ্‌তায়ালার নিকট দোয়া করিবেন।

* * * *

সংবাদে প্রকাশ হযরত খলিফাতুল মসিহ্ সানিঃ (আইঃ) স্বীয় পক্ষ হইতে পাকিস্তানের দেশরক্ষা তহবিলে এক লক্ষ টাকা দান করিয়াছেন এবং আহ্‌মদীয়া জামাত এক লক্ষ টাকা এবং লাজনায়ে আমাউল্লাহ ১০ হাজার টাকা উক্ত তহবিলে দান করিয়াছেন। ইহা ছাড়া জামাতের অনেকে ব্যক্তিগতভাবে দেশরক্ষা তহবিলে সাধ্যমত টাকা দান করিয়াছেন।

* * * *

পূর্ব পাকিস্তানের আমীর হযরত মৌলবী মোহাম্মদ সাহেব পাকিস্তানের সফলতার জন্য অব্যাহতভাবে মগরেবের নামাযের পর এজতেমায়ী দোয়া করিবার জন্য জামাতের সকলকে নির্দেশ দান করিয়াছেন এবং সাতদিন রোজা রাখার জন্য আদেশ দিয়াছেন। তাঁহার আদেশানুসারে জামাতের সকলে পাকিস্তানের সাফল্যের জন্য খোদাতায়ালার নিকট দোয়া করিতেছেন এবং সক্ষম ব্যক্তিগণ রোজা রাখিয়াছেন।

ভারতের বর্বরোচিত হামলার মোকাবেলায় আমাদের জামাতের দুইজন মেজর, একজন ক্যাপ্টেন এবং একজন স্কোয়াড্রন লিডার শহীদ হইয়াছেন। (ইন্না-রাজেউন) এবং তিনজন সামরিক অফিসার হেলালে জুরাত উপাধি লাভ করিয়াছেন।

খবর পাওয়া গিয়াছে যে, রাবওয়া, লাহোর, করাচী, পেশওয়ার এবং সারগোদাতে অবস্থিত আমাদের জামাতের সকলে আল্লাহ্‌র বিশেষ অনুগ্রহে নিরাপদে আছেন। তাঁহারা সকলকে সালাম জানাইয়াছেন এবং দোয়া করিতে অনুরোধ করিয়াছেন।

খ্রীষ্টানদিগের নিকট প্রচার করিতে হইলে এবং অন্যান্য বিষয় জানিতে হইলে পাঠ করুন ঃ

১। খ্রীষ্টান সিরাজউদ্দীনের চারি প্রশ্নের উত্তর : লিখক—হযরত গোলাম আহ্‌মদ (আঃ)
২। খ্রীষ্টান ভাইদের উদ্দেশ্যে নিবেদন : ” মৌলবী মোহাম্মাদ বি. এ.
৩। মৌজুদা ইছাইয়ত কা তারেফ (উর্দ্দু) ” মৌলানা আবুল আতা জলন্ধরী
৪। Jesus live up to the old age of 120 ” মৌলানা জালালউদ্দীন শামছ্
৫। সুসমাচার ” আহ্‌মদ তৌফিক চৌধুরী
৬। যীশু কি ঈশ্বর ? ” ”
৭। ভূস্বর্গে যীশু ” ”
৮। বাইবেলে হযরত মোহাম্মাদ (সাঃ) ” ”
৯। বিশ্বব্যাপী ইসলাম প্রচার ” ”
১০। আদি পাপ ও প্রায়শ্চিত্ত ” ”
১১। ওফাতে ইছা ইবনে মরিয়াম ” ”
১২। যীশুর জন্ম কি ২৫শে ডিসেম্বরে ? ” ”
১৩। বিশ্বরূপে শ্রীকৃষ্ণ (যন্ত্রস্থ) ” ”
১৪। হোশান্না ” ” ”
১৫। ইমাম মাহদীর আবির্ভাব ” ”

ইহা ছাড়া জমাতের অন্যান্য পুস্তকও পাওয়া যায়।

প্রাপ্তিস্থান :
এ. টি. চৌধুরী
২০, ষ্টেশন রোড, ময়মনসিংহ

Published & Printed by Md Fazlul Karim Mollah at Zaman Printing Works
For the Proprietors, East Pakistan Anjuman Ahmadiyya, 4, Bakshibazar Road, Dacca—1
Phone No. 83635
Editor : A. H. Muhammad Ali Anwar.